ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-192 ■ 21 April, 2025 ■ আগরতলা ২১ এপ্রিল , ২০২৫ ইং ■ ৭ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত রেল সংযোগ প্রকল্প স্থগিতের সিদ্ধান্ত ভারতের, বিকল্প ভূটান ও নেপাল

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ।। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশে চলমান রেল সংযোগ প্রকল্পে ভারত প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার তহবিল ও নির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রম স্থগিত করেছে। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ সহ অন্তত তিনটি চলমান প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরও পাঁচটি প্রকল্পের সমীক্ষা আপাতত থেমে গেছে। এসব প্রকল্পের বেশিরভাগই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনার অংশ ছিল।

সুত্রের খবর, এখন নতুন করে উত্তর ভারতের রেল অবকাঠামো জোরদার করা হচ্ছে এবং ভুটান ও নেপালের মাধ্যমে বিকল্প সংযোগ পথের সন্ধান চলছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক বাণিজ্যের গতিপথ নতুনভাবে নির্ধারণ করতে পারে। সুত্রের দাবি, ৩৫০০ থেকে ৪০০০ কোটি টাকার বিকল্প সংযোগ পরিকল্পনা ভূটান ও নেপালের মধ্য দিয়ে বিবেচনায় আছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ, খুলনা-মংলা বন্দর রেল লাইন, ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেল সম্প্রসারণ প্রকল্প ভারত সরকার আপাতত স্থগিত রেখেছে। এছাড়াও পাঁচটি প্রকল্পের স্থান সমীক্ষা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। ভারত সরকারের প্রায় ৪০০ কোটির অনুদানে নির্মিত আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ ১২.২৪ কিমি দীর্ঘ রেলপথের মধ্যে ৬.৭৮ কিমি রয়েছে বাংলাদেশের অংশে ও ৫.৪৬ কিমি ভারতের ত্রিপুরায়। এর একটি অংশ হিসেবে খুলাবাড়ি - সাহাবাজপুর রেলপথও রয়েছে, যা অসমের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে তৈরি।

প্রায় ৩৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি প্রকল্পে মংলা বন্দরকে খুলনার বিদ্যমান রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রায় ৬৫ কিমি ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। মংলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'এক দেশ এক নির্বাচন' শীর্ষক আলোচনায়

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাজনীতি করছেন বিরোধীরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। সারা বছর ধরে ঘন ঘন নির্বাচন উন্নয়নের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, আর্থিক সংস্থান এবং স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে। এজন্য এক দেশ, এক নির্বাচন শুরু হলে ভোটাররা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে। আর এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও নাগরিক-বান্ধব এবং উন্নয়ন-ভিত্তিক করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার সংসদে এক দেশ, এক নির্বাচন বিল এনেছে। আজ আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে ভারতীয় জনতা পার্টির লিগ্যাল সেলের উদ্যোগে আয়োজিত "এক দেশ, এক নির্বাচন" শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা এক দেশ, এক নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতা ও সময়োপযোগীতার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বছরের বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গড়িয়া পূজা উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। গড়িয়া পূজা উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু সমস্ত রাজ্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, "গড়িয়া পূজা ত্রিপুরার একটি বড় উৎসব এবং এপ্রিল মাসে তথা বৈশাখ মাসের ৭ম দিনে উদযাপিত হয়। গড়িয়া দেবতা হাঁস-মোরগ ও সম্পদের দেবতা রূপে গৃহস্থের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গড়িয়া রাজ্যজুড়ে উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। আগামীকাল রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব গড়িয়া পূজা। রাজ্যের সর্বত্র এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গড়িয়া পূজা পালনের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজধানী আগরতলার নাজিরপুকুর পূজা কমিটি, প্রভাত চন্দ্র রায় পূজা কমিটি, কেবিসি পূজা কমিটি, প্রগতি প্লে সেন্টার পূজা কমিটি সহ বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থা গড়িয়া পূজা উপলক্ষে আয়োজন করছে নানান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।প্রতিবছরের মতো এবারও অভয়নগর ব্রিজের নিচে নেতাজি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক চালকের, ৪ ঘন্টা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২০ এপ্রিল।। আগরতলা জাতীয় সড়কে ফের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। শনিবার উত্তর জেলার পানিসাগর থানার সিলেটি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় পাথরবাহী একটি গাড়ি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক বাইক চালকের।

মৃত ব্যক্তির নাম নির্মল দাস। তিনি উপথাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। উত্তেজিত জনতা প্রায় চার ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বেপরোয়া গতিতে পাথরবাহী গাড়ি চলাচল করলেও প্রশাসনের নজর নেই।

এদিকে দুর্ঘটনার পর চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

আগামীদিনে সোলার প্রকল্পই জনগনের মূল অবলম্বন হতে পারে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। রবিবার লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারে প্রধানমন্ত্রী সূর্য্যঘর মুফত বিজলী যোজনা নিয়ে জনসচেতনতা ও নিবন্ধীকরন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও বিজেপি দলে রাজ্য নেতা সুবল ভৌমিক, ক্লাব সদস্য এবং স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সূর্য্যঘর মুফত বিজলী যোজনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন এক কেজি ওয়াটের সোলার প্রজেক্ট কেউ যদি লাগাতে চায়, তবে তাকে ৬৫ থেকে ৭৫ হাজার টাকা দিতে হবে। তবে এর মধ্যে ৩৩ হাজার টাকা সাবসিটি দেবে সরকার। এবং দুই কেজি ওয়াটের জন্য খরচ যাবে এক লক্ষ ৩০ থেকে এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই ক্ষেত্রে গ্রাহক পাবেন ৮৫ হাজার ৮০০ টাকার সাবসিটি। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠান থেকে লাল বাহাদুর বেয়ামাগারকেও প্রধানমন্ত্রী সূর্য্যঘর মুফত বিজলী যোজনায় অংশীদারী হয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা গ্রহণের পরামর্শ দেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

গরু চুরির অভিযোগে গণধোলাই ২ বাংলাদেশিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। সীমান্তবর্তী নন্দলাল দাস পাড়া এলাকায় জঙ্গল থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধৃত দু'জন গরু চুরির উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

জানা গেছে, সীমান্ত লাগোয়া জঙ্গলে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল দুই যুবক। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের পাকড়াও করে এবং গরু চোর সন্দেহে বিএসএফের উপস্থিতিতেই তাদের মারধর করে।

ধৃতদের পরিচয় এখনো সম্পূর্ণভাবে জানা না গেলেও, তারা বাংলাদেশি নাগরিক বলে অনুমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ এপ্রিল।। রবিবার সকালে সিমনার কৃষ্ণপুর চা বাগানে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক প্রেমিক যুগলের মৃতদেহ। সকালবেলায় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে দু'জনকে একসাথে গাছের ডালে ঝুলতে দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুন্দরটিলা ফাঁড়ির পুলিশ।

মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে পুলিশ। স্থানীয়রা জানিয়েছে, মৃত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের ওয়াকফ বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ এপ্রিল।। ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার বিশালগড় রেলস্টেশন এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সিপাহীজলা জেলা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের ডাকে আয়োজিত হয় প্রতিবাদ সভা ও মিছিল। দুপুর ২টা থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন। গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী, তৈরি করা হয় যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা বলয়।

সূত্রের খবর, যেকোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ভোর ৮টা থেকেই বিশালগড়ে জড়ো হতে থাকে পুলিশ বাহিনী। টানটান উত্তেজনার মধ্যেই শুরু হয় প্রতিবাদ কর্মসূচি। যদিও পুলিশি পাহারায় এই কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ছিল, ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, এই আইন সাধারণ মানুষের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপের সামিল।

তবে সব আয়োজনের মাঝেও শেষমেশ এই প্রতিবাদ কর্মসূচি এককথায় "সুপার ফ্লপ" হয়ে যায়। সভায় জনসমাগম ছিল অত্যন্ত কম। বরং উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের নির্মিত বাঁধ পরিদর্শন ও বৈঠক করলেন গিত্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ এপ্রিল।। রবিবার পূর্ত ও জলসম্পদ দপ্তরের সচিব কিরন গিত্যে বিলোনিয়া সফরে আসেন। তাঁর সফরকালীন সঙ্গী ছিলেন ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার বিএসএফ-এর আইজি অশ্বিনী কুমার। দুপুর বারোটা নাগাদ বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে উপস্থিত হয়ে সচিব কিরন গিত্যে প্রথমে বিভিন্ন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বাঁধ সংস্কার সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

এরপর সচিব কিরন গিত্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র নগর ও ঈশানচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বিলোনিয়া ও বল্লামুখা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বাঁধ সংক্রান্ত এক বিতর্কিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

অভিযোগ, আন্তর্জাতিক সীমান্ত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্মাণ বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সচিবের সঙ্গে ছিলেন বিএসএফ আইজি অশ্বিনী কুমার, পুলিশ সুপার মৌর্য্য কৃষ্ণ, এডিএম প্রদীপ কুমার, মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস সহ পূর্ত ও জলসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা।

পরিদর্শন শেষে বিলোনিয়া আইসি নগর নিজকালিকাপুর সীমান্ত এলাকা ঘুরে সচিব কিরন গিত্যে পুনরায় ফিরে আসেন সার্কিট হাউসে।

সেখানে তিনি ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, বিলোনিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, দক্ষিণ জেলা বিজেপি কমিটির সভাপতি দ্বিপায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয় এবং দ্রুত সমাধানের দাবিতে আবেদন জানান জনপ্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সচিব কিরন গিত্যে জানান, গত আগস্ট মাসের ভয়াবহ বন্যায় দক্ষিণ জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই ক্ষয়ক্ষতি পূরণে কিছু কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং বাকি কাজগুলি আগামী ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

জাগরণ আগরতলা,২১ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
৭ বৈশাখ, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে কড়া আইন কেন্দ্রের

চাকরি হোক বা পড়াশুনো, বিদেশ যাত্রার এবার কড়া আইন আনিতে চলিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর ঘটনায় লজ্জায় মুখ পুড়িয়াছিল দেশের। সেই ঘটনার পরই বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে কড়া আইন আনিবার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে বিদেশমন্ত্রক। শীঘ্রই এই বিষয়ে খসড়া প্রকাশ করা হইবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকিলে বাদল অধিবেশনেই পেশ হইবে বিলটি ।ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ১৯৮৩' আইনের বেশ কিছু সংশোধন করিয়া নয়া আইন আনিবে কেন্দ্র। চাকরি তো বটেই, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক কাজে যারা বিদেশ যান তাঁদের জন্য লাগু হবে আইনটি। যেখানে বিভিন্ন এজেন্সির অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করার উপর জোর দেওয়া হবে। যার ফলে শুধুমাত্র এজেন্সিগুলির রেজিস্ট্রেশন আটকাইয়া দেওয়া বা কালো তালিকাভুক্ত করা নয়, চাকরির প্রলোভন দেখাইয়ায়ে বিদেশে কাউকে বিপদে ফেলিলে অভিযুক্তদের ৫ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও এক থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হইবে। বিদেশমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৩০৯৪টি বেআইনি ট্রাভেল এজেন্সির খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। এই সব এজেন্সির মাধ্যমেই চলিয়াছে বিদেশে চাকরির নামে ভারতীয়দের পাঠানোর কারবার। নয়া আইনে এবার যাহারা বিদেশ যাইবেন তাঁহাদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে হলফনামা দিতে হইবে। এর ফলে ঠিক কতজন ভারতীয় বিদেশে রহিয়ায়েছেন তাঁহার সঠিক তথ্য থাকিবে সরকারের কাছে। আইনে আইনে যাহারা শিক্ষার জন্য বিদেশ যাইতেন তাঁহাদের কোনও উল্লেখ ছিল না। নয়া আইনে সেই সব এজেন্সির বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হইবে যাহারা মিথ্যা কথা বলিয়া পড়ুয়াদের বিদেশ পাঠাত। নয়া বিলকে শক্তিশালী করিতে সেইসব রাজ্যগুলিরও পরামর্শ নেওয়া হইবে যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ চাকরি ও শিক্ষার জন্য বিদেশ যান।আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর সিদ্ধান্ত নেন দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী তাড়ানোর। কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া পড়াইয়া শয়ে শয়ে ভারতীয়কে বিমানে করিয়া রে ফেরত পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ। শুধু তাই নয়, আরব, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের মতো দেশে চাকরির টোপ দিয়ে ক্রীতদাস বানানোর বহু ঘটনা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে আসিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে রাশ টানিতেই এবার কড়া আইন আনিতে চলিয়াছে কেন্দ্র।

জলপাইগুড়ির চা বাগানে বাইসনের দাপট, মৃত্যু বৃদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): জলপাইগুড়ির জয়পুর চা বাগানে জোড়া বাইসনের হামলা। যার জেরে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতের নাম দেওমনি বড়াইক (৬২)। ঘটনায় মৃতের নাতি-সহ আহত হয়েছেন আরও দু''জন। তাঁদের জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাইসন হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বন দফতর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইসন দু''টিকে বের করতে এখনও চেষ্টা চালাচ্ছেন বন কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পরে চা বাগান থেকে বেরিয়ে একটি বাইসন বাঁশ বাগানে ঢুকে পড়ে। অন্য একটি বাইসন আবার লোকালয়ে একটি বাড়ির পিছনের জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে। ফলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বাজি ফাটিয়ে বাইসন দু''টিকে প্রথমে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি।

বিজনিতে পত্নীর কাটা মুণ্ড নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ খুনি স্বামীর

চিরাং (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : চিরাং জেলার অন্তর্গত বিজনির উত্তর-বল্লামগুরিতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পত্নীর শিরশ্ছেদ করে খুন করেছে স্বামী। পরে পত্নী বৈজয়ন্তী হাজং (৫০)-এর কাটা মুণ্ড একটি ব্যাগে পুরে এবং খুনে ব্যবহৃত ধারালো দা নিয়ে বল্লামগুরি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে স্বামী ব্রিটিশ হাজং (৫৫)।

চিরাঙের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) রশ্মিরেখা শর্মা জানান, ঘটনা গতকাল শনিবার রাতে সংগঠিত করে ব্রিটিশ হাজং পুলিশ ফাঁড়িতে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর পুলিশ খুন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট ধারায় ব্রিটিশকে গ্রেফতার করেছে।

এএসপি রশ্মিরেখা জানান, বৈজয়ন্তী হাজং দুই কন্যাসন্তানের মা। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ব্রিটিশ এবং বৈজয়ন্তী হাজং এক সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করছিল। কিন্তু কী কারণে গতরাতে পত্নীর শিরশ্ছেদ করেছে স্বামী তা এখনও জানা যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, জানান তিনি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রশ্মিরেখা শর্মা জানান, রাতেই ঘটনার খবর পেয়ে বিজনির এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস, বিজনি সদর থানা থেকে পুলিশের দল নিয়ে উত্তর-বল্লামগুরিতে ব্রিটিশ হাজঙের বাড়ি গিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা বৈজয়ন্তীর মুণ্ডহীন ধড় উদ্ধার করে ময়না তদন্তের বিজনিতে অবস্থিত সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পত্নীহন্তা ব্রিটিশ হাজংকে।

রঙিয়ার খৈরাবাড়ির পুকুরে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

রঙিয়া (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : কামরূপ জেলার অন্তর্গত রঙিয়া থানাধীন খৈরাবাড়ি সর্বজনীন একটি পুকুরে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকৃত মৃতদেহটি এলাকার বাসিন্দা কিশোর শর্মার বলে শনাক্ত করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় ১১টা থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান কিশোর শর্মা। আজ রবিবার সকালে পুকুর পারে কিশোরের মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট দেখে স্থানীয় কতিপয়ের সন্দেহ হয় তিনি পুকুরে পড়ে গিয়েছেন।

খবর দেওয়া হয় রঙিয়া থানায়। খবর পেয়ে এসডিআরএফ-এর দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। কিছুক্ষণের চেষ্টায় এসডিআরএফ উদ্ধার করে কিশোর শর্মার মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধারের পর অঞ্চলজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ইত্যবসরে পুলিশ কিশোরের মৃতদেহটি নিজেদের জিম্মায় নিয়ে ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিশোর শর্মা আত্মহত্যা করেছেন, না-ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে সে সম্পর্কে এখনই বলতে পারছেন না। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর পরবর্তী তদন্তে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

শুধু একটা স্নান ! তাতেই সব পাপ মুক্তি ?

কবিতা মুখোপাধ্যায়

শুধু একটা স্নান, তাও আবার শু দূষণযুক্ত জলে আর তাতেই সব পাপ থেকে মুক্তি এবং মোক্ষ লাভ! সত্যি বিষয়টা ভাবাচ্ছে। বিশেষ করে একটু ভাবতেই হল যখন গত ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার মুখে স্থানীয় শনি মন্দিরের সামনে দেখা হল দূরের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে। এক অঞ্চলের বাসিন্দা তাই প্রতিবেশী, কিন্তু এক পাড়া অবশ্যই নয়। মানুষটি আমাকে দেখে এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলেন- "দিদি, কুম্ভস্নান করে এলাম। স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম।" তাঁর মুখে-চোখে তৃপ্তি, পুণ্যস্নানের আবেগে একেবারে আপ্লুত। শুনে বললাম, তবে তো অনেক পুণ্য করে এলেন মানুষটি বৈষ্ণব, বিনয় ওদের স্বভাবগত। না... না... ও কথা বলতে নেই। মানুষটি আমায় এও জানালেন যে ওঁদের পাড়ার আরেকজন, যাঁকে আমিও চিনি, সে পরের দিন দলবল নিয়ে শেষ শাহী স্নানের জন্য রওনা হবেন। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ধর্ম মানুষের চোখে কতটা আবরণ দিয়ে দেয় যে এই এক অস্ত্রেই বধ হয়ে যায় বহু মানুষের মন-প্রাণ। প্রাসঙ্গিক ভাবেই মনে পড়ছিল জন্মাষ্টমীর সময় এঁদের পাড়াতেই ৬-৭ দিন ধরে কৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে বিরাট নাম-- কীর্তন হয়ে থাকে। এর জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। বহু মানুষ এদের প্রচুর অর্থ সহ চাল-ডাল-সবজি দিয়ে থাকেন। অথচ এঁদেরই ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে চেয়ে এদের কাছে কিছুটা সহযোগিতা চেয়ে এঁদের কাছে কিছুটা সহযোগিতা চেয়েছিলাম, সাহায্য পাইনি। খুব খারাপ লেগেছিল- ধর্মের জন্য অর্থ আছে, শিক্ষার জন্য অর্থ নেই। যদিও শুধু সহযোগিতা, তা দিতেও তাঁরা অগ্রসর হতে চাননি। আসলে এদেশে সমাজকল্যামের কাজে মানুষের তেমন প্রসারিত চিন্তা-ভাবনা নেই। অধিকাংশ মানুষেরই ভাবনা সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায় একমাত্র সরকারেরই। কিন্তু যদি প্রতিটি সক্ষম নাগরিক একটু করে হাত বাড়িয়ে দেন, তবে অনেক কল্যাণকর কাজ সাফল্যের মুখ দেখতে পারে। থাক সে বে-হিসাবী ভাবনার কথা। বলছিলাম কুম্ভ স্নানের পুণ্যের বিষয়ে।

২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ, সবার চোখ ছিল "পূর্ণকুম্ভ"ইভেন্টে ১৪৪ বছর পরে এই পুণ্য যোগ এসেছে। এই কুম্ভে যাঁরা পুণ্য স্নানে মোক্ষ লাভ করতে পারেননি, (সে দলে আমিও আছি) তাদের কোনও দুঃখ করতে হবে না, কেননা এই পুণ্য যোগ আসবে ২০২৯-এ। কী ভাবছেন? এর মধ্যে ১৪৪ বছর পূর্ণ হবে কী করে? হয়... হয়...। গল্পের গরু গাছে উঠতে পারলে, মানুষের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগাতে ২০২৯-এ ১৪৪ বছরের পূর্ণ কুম্ভের পুণ্য যোগ আসবে না? দেশের মানুষের পুণ্যের জন্য দেশের মহান নেতারা এটুকু আয়োজন করতে পারবেন না, তাও কি কখনও হয়? মহাভারত-পুরাণ অনুসারে সমুদ্র মন্থনে উঠে আসে "অমৃত" চলকে পড়েছিল যে চারটি জায়গায়, সেখানেই কুম্ভ সংগঠিত হয়। এমনও কথা আছে, এই চারটি জায়গাতে সেখানেই কুম্ভ সংগঠিত হয়। এমনও কথা আছে, এই চারটি জায়গাতে ডুব না দিলে "কৃষ্ণস্নান" সম্পূর্ণ হয় না। আর মনুষ্য জন্মও সার্থক হয় না। তা সে নয় ডুব দিয়ে নেওয়া গেল। কিন্তু এ বছরের ১৪৪ বছরের যে যোগ এসেছিল, সেটা কতটা সঠিক সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেল। প্রশ্ন তুললেন অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এবং এ নিয়ে বিতর্কও থেকে গেল। তা সে যে কথাই উঠুক না কেন, অনেক প্রাণের মূল্যে আমরা পুণ্য অর্জন করেছি তা সে রাস্তায় দীর্ঘ ঘুমহীন, খাদ্যহীন অমানবিক যাত্রাই হোক, বা গঙ্গার জলের দূষণ মাত্রাছাড়াই হোক, বা খুব সাধারণ মানুষের জন্য আশ্রয়ের কোনও ব্যবস্থা ছাড়াই, তবু মানুষ অন্ধের মতো ছুটে গেছেন পুণ্য স্নানের মোক্ষ লাভের আশায়। অথচ কুম্ভ স্নান তো এদেশে নতুন নয়। আবাল্য শুনে আসা দেশের চারটি স্থানে যে আয়োজন চলে আসছে আবহমান কাল ধরেই। যেমন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নানের আয়োজন হয়ে থাকে গঙ্গাসাগরে। পাহাড় থেকে নমে গোটা দেশকে স্পর্শ করে যে গঙ্গা এসেছে মিলেছে সাগরে তার গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য কোনওটাই কি অস্বীকার করার? পাহাড় থেকে গঙ্গাকে উদ্ধার করে সমতলে নিয়ে আসার কাহিনি ভারতবাসী মাত্রেই ডাকে ডুব দিয়েছেন কুম্ভে। তবে এদের মধ্যে যে কতজন সঠিক জায়গায় ডুব দিতে পেরেছিলেন, সেটা বলতে পারা আর লটারিতে কোটি টাকা লাভপ্রায় সমার্থক।

কুম্ভ স্নান নতুন কোনও ঘটনা নয়, যেমন নয় গঙ্গাসাগরে স্নান। আবাল্য শোনা অর্ধ কুম্ভএবং পূর্ণ কুম্ভর কথা বহুল প্রচলিত। এখন বহু মানুষের পুণ্য স্নানের সুবিধার জন্য সেখানে স্থানীয় প্রশাসন যাতায়াতের ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এগিয়ে আসেন বিভিন্ন আখরাগুলোও, তবে প্রহসন তখনই হয়, যখন গল্পের গরুকে

কুম্ভ অর্থ সমস্ত অকল্যাণ দূর করে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধন এবং মানুষের মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত করা। তাই যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ করে রাজনৈতিক রং লাগাবেন না। শুধু সেটুকু করুন, যেটুকুতে উৎসবটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন থাকুক নীরব সহযোগী হিসেবে ভোটের ডিভিডেন্ড বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে নয়।

জানেন, আর এই কপিলমুনির মন্দির (যা বহুবার সাগরে নষ্ট হয়ে গেছে) তার ঐতিহ্য কি বলা যায় না-"হেরিটেজ" স্থান?

কথাটা হচ্ছিল ১৪৪ বছরের পুণ্যস্নানে গিয়ে অনেক পুণ্যার্থীর প্রাণ যায় পদপিষ্ট হয়ে। সে বিষয়ে ধরে নেওয়া গেল যাঁরা চলে গেলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করেছেন।

ধনী-দরিদ্র সমস্ত মানুষই প্রায় দু'মাস ধরে হ্যামলিনের বাঁশির গাছে তুলে দিতে যে সত্য-মিথ্যা বিজ্ঞাপনের ঢাক পেটানো হয়, সেটাই সৃষ্টি করে অসহায় মৃত্যুর ঘটনা। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে "সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার"। তার কারণ গঙ্গাসাগরে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই, আছে শুধু জলপথ। এখন অবশ্য তৈরি হচ্ছে ব্রিজ। তবু সব বাধাকে অতিক্রম করেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ গঙ্গাসাগরে আসেন। তবু এই মেলা "জাতীয় মেলা"র স্বীকৃতি পায়নি আজও। কুম্ভতে যত অর্থ ব্যয় করা হয়, তার সামান্য কিছু টাকা পেলে এখানকার ব্যবস্থা আরও সুগম হতে পারে। গহগাসাগরের গুরুত্ব একেবারেই আলাদা। কেননা এখানেপাহাড় থেকে বার হয়ে গঙ্গা মিসেছে সাগরে। এর তাৎপর্যই আলাদা।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। ২০২৫ দেখল ১৪৪ বছর পরে পূর্ণকুম্ভের ধামাকা। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী এমন ডাক দিলেন যে দেশের অতি প্রত্যন্ত প্রান্তের দিন আনে দিন খায় মানুষটিও লোটা-কম্বল সম্বল করে শীতের ছোবলকে উপেক্ষা করে উঠে বসলেন ট্রেনে। তারপর খাদ্যহীন, আশ্রয়হীন, সহায়তাহীন মানুষগুলি পুণ্যস্নানে ডুব দিলেন। কিন্তু ডুবটা যে কোথায় দেওয়া গেল, সে বিচারে কাজ নেই। ইতিমধ্যে ঘটে গেল পদপৃষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু। মৃত্যু ঘটলো দিল্লি রেল স্টেশনেও। যে অমানবিক পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষগুলির প্রাণ গেল, তাঁদের শেষ পরিণতি হল অবহেলা ও অসম্মান। মৃত্যুর কোনও শংসাপত্র ছাড়াই দেহগুলিকে পরিবারের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। সচেতনভাবেই কোনও পোস্টমর্টেম করা হয়নিষ দেওয়া হয়নি মৃত্যুর শংসাপত্র, যা ভবিষ্যতে দাবিকরতে পারে ক্ষতিপূরণের। বিস্ময়ের এটাই যে, সমস্ত সরকারি বিজ্ঞাপন, যা এই অতি সাধারণ মানুষগুলিকে এতটা উন্মত্ত করে তুলেছিল তার দায় কি উত্তরপ্রদেশ সরকার বা কেন্দ্র সরকার নিয়েছে?

এত মৃত্যুর দরকার ছিল না, যদি একটি মৃত্যু ঘটত বা কোনও মানুষ আহত হতেন, অথবা কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটত পশ্চিমবঙ্গের কোনও উৎসবে বা মেলায়, তবে কিন্তু চিত্রটা অন্যরকম হত। প্রথমেই ছুটে আসত জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, তার পিছনে মানবাধিকার কমিশন, এরপর জাতীয় মহিলা কমিশন। এতেও রেহাই পেত না এই রাজ্যটি। প্লেনে চেপে চলে আসতেন কেন্দ্রীয় সরকারের দলীয় সাংসদদের টিম। যারা ঘুরে গিয়ে রিপোর্ট পেশ করত দলীয় সভাপতির কাছে, অবশ্যই পরামর্শ থাকত ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের। এতেও রাজ্য প্রশাসন ছাড় পেত, তা নয়। ঘটনা ঘটার ১ ঘণ্টার মধ্যে রাজভবন থেকে রিপোর্ট তলব করা হত, আর এর উপরে খাড়া নেমে আসত শীর্ষ আদালতের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে প্রয়াগরাজে। তাই চিত্রনাট একেবারে মনের মতো, বরং পূর্ণ কুম্ভের অসাধারণ সাফল্যের জন্য সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী গাইলেন পূর্ণ কুম্ভের আয়োজনের অসাধারণ সাফল্যের গল্প।

আসলে সাধারণ মানুষ যতদিন না সচেতন হচ্ছেন যে, গঙ্গার ওই দূষিত জলে স্নান করে কোনও পুণ্য, কোনও মুক্তি লাভ হয় না। তাছাড়া মহাভারতের কালে ঘটে সমুদ্র মন্থনে উঠে আসা অমৃত চলকে পড়েছিল নাসিক, প্রয়াগ, উজ্জয়নী এবং হরিদ্বারে, সে অমৃত কি আজও সেখানে অবশিষ্ট আছে, এ কথা কি মান্যতা পায়? সে তো নদীর প্রবাহে ভেসে গেছে কবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের বোধদয় হচ্ছে, ততক্ষণ এ ধরনের রাজনৈতিক প্রহসন চলতে থাকবেই। কুম্ভ অর্থ সমস্ত অকল্যাণ দূর করে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধন এবং মানুষের মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত করা। তাই যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ করে রাজনৈতিক রং লাগাবেন না। শুধু সেটুকু করুন, যেটুকুতে উৎসবটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন থাকুক নীরব সহযোগী হিসেবে ভোটের ডিভিডেন্ড বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে নয়। একজন নাগরিক হিসেবে সব দলের কাছে এটাই একমাত্র অনুরোধ। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

পৃথিবীর বাইরেও কি প্রাণের অস্তিত্ব আছে, কী বলছেন বিজ্ঞানীরা ?

পল্লব ঘোষ

পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও মানুষ আছে? মানুষ না হোক, অন্তত অন্য কোনো প্রাণী বা প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? এখনই এই প্রশ্নের উত্তর জানাতে না পারলেও আশা দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। একটি গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন জানিয়ে তারা বলছেন, পৃথিবী থেকে অনেক দূরের অন্য এক নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরতে থাকা সেই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে শক্তিশালী প্রমাণ পেয়েছেন।

কে২-১৮বি নামের একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণা করছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল। তারা গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে এমন কিছু অণুর উপস্থিতি শনাক্ত করেছেন যা পৃথিবীতে কেবল সরল বা এক কোষী (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ব্যাকটেরিয়া) জীবের মাধ্যমেই তৈরি হয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো, একইসঙ্গে আগের চেয়েও বেশি আশাব্যঞ্জকভাবে নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জেডব্লিউএসটি) ওই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে জীবনের সাথে সম্পর্কিত রাসায়নিক উপাদান শনাক্ত করেছে। তবে এই ফলাফল নিশ্চিত করতে আরও তথ্য প্রয়োজন বলে জানিয়েছে গবেষণা দলটি, স্বাধীনভাবে কাজ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও একই মত দিয়েছেন। শিগগিরই নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন প্রধান গবেষক অধ্যাপক নিক্কু মধুসূদন। 'এটাই এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রাণের অস্তিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। বাস্তবে এক থেকে দুই বছরের মধ্যে আমরা এই সংকেত নিশ্চিত করতে পারব,' কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে নিজের ল্যাবে বসে তিনি একথা বলছিলেন। আকারের দিক থেকে কে২-১৮বি পৃথিবীর তুলনায় আড়াই গুণ বড়। এটি আমাদের থেকে ৭০০ ট্রিলিয়ন মাইল, অর্থাৎ ১২৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর মানে দাঁড়ায় কোনো মানুষের পক্ষে সেখানে এক জীবনে পৌঁছানো সম্ভব না।

কিন্তু জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এতটাই শক্তিশালী যে একটি ছোটো লাল সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান ওই গ্রহ অতিক্রম করে আসা আলো বিশ্লেষণ করে ওই গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করতে পারে। কেমব্রিজের গবেষক দলটি দেখেছে যে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের দুটি অণুর মধ্যে অন্তত একটির মধ্যে এমন রাসায়নিক চিহ্ন রয়েছে যেগুলো সাধারণত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত; এই রাসায়নিকগুলো হলো- ডাইমিথাইল সালফাইড (ডিএমএস) এবং ডাইমিথাইল ডিসালফাইড (ডিএমডিএস)।

পৃথিবীতে এই গ্যাসগুলো সামুদ্রিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। একটি পর্যবেক্ষণেই এই গ্যাসের এতটা উপস্থিতি দেখে নিজের বিস্ময়ের কথা জানান অধ্যাপক মধুসূদন।

'বায়ুমণ্ডলটিতে যে পরিমাণ গ্যাস আছে বলে আমরা ধারণা করছি, তা পৃথিবীর চেয়ে হাজার গুণ বেশি', বলেন তিনি।

'ফলে এই গ্যাস যদি আসলেই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে গ্রহটিতে জীবনের প্রাচুর্য থাকবে,' তিনি আরও বলেন।

আরও এক ধাপ এগিয়ে অধ্যাপক মধুসূদন বলেন, 'আমরা যদি কে২-১৮বি গ্রহে জীবন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারি তার মানে এটাই দাঁড়াবে যে ছায়াপথে জীবন থাকাটাই স্বাভাবিক।' গত বৃহস্পতিবার বিবিসি রেডিও ফাইভের লাইভে তিনি বলেন, 'এটা বিজ্ঞানের জন্য এবং একাধারে প্রাণী হিসেবে আমাদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্ত।' 'এমন যদি একটা উদাহরণ মেলে, তাহলে বুঝতে হবে- এই অসীম মহাবিশ্বে আরও অনেক গ্রহেই জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে।' এ নিয়ে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের প্রভাষক এবং গবেষণা দলের সদস্য ড. সুবীর সরকার বলেন, গবেষণায় কে২-১৮বি'তে প্রাণে ভরপুর সমুদ্র থাকার ইঙ্গিত রয়েছে; যদিও বিজ্ঞানীরা এখনও 'নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না' বলেও সতর্ক করে দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, গবেষণা দলটি অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের খোঁজ অব্যাহত রাখবে। তবে এখনও অনেক "যদি" ও "কিন্তু" থাকার বিষয়টি অধ্যাপক মধুসূদনের দল অকপটে স্বীকার করেছেন। প্রথমত, নতুন এই অনুসন্ধান এখনও এমন জায়গায় পৌঁছায়নি যেখানে এটাকে চূড়ান্ত আবিষ্কার হিসেবে দাবি করা যায়। আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে গবেষকদের ৯৯.৯৯৯৯ শতাংশ নিশ্চিত হতে হবে যে ফলাফলটি সঠিক এবং কোনো দৈব ঘটনা নয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে 'ফাইভ সিগমা' ফলাফল বলে। বর্তমানে পাওয়া ফলাফলটি কেবল 'থ্রি সিগমা' অর্থাৎ ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ নিশ্চিত। শুনতে অনেক মনে হলেও বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তা যথেষ্ট নয়। তবে ১৮ মাস আগে পাওয়া ওয়ান সিগমা বা ৬৮ শতাংশ ফলাফলের তুলনায় অনেক এটা বেশি, যা নিয়ে সেসময় ব্যাপক সংশয় দেখা দিয়েছিল। তবে কেমব্রিজের গবেষকরা যদি ফাইভ সিগমা ফলাফলও অর্জন করেনও তবুও তা গ্রহটিতে জীবন থাকার চূড়ান্ত প্রমাণ হবে না এমনটাই জানিয়েছেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও স্কটল্যান্ডের অ্যাস্ট্রোনোমার রয়্যাল ক্যাথরিন হেইম্যানস। তিনি গবেষণা দলটির সঙ্গে যুক্ত নন। বিবিসি নিউজকে তিনি বলেন, 'নিশ্চিত হলেও এই গ্যাসের উৎপত্তিস্থল কী তখনও এই প্রশ্ন থেকে যাবে।' 'পৃথিবীতে এটি সামুদ্রিক অণুজীব দ্বারা তৈরি হয়, কিন্তু নিখুঁত তথ্য পেলেও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না যে এটি ভিন্ন একটি গ্রহে জৈবিক কোনো উৎস থেকেই এসেছে। কারণ মহাবিশ্বে বহু অজানা বিষয় ঘটে, আর আমরা জানি না সেই গ্রহে এমন কী ভূতাত্ত্বিক ঘটনা ঘটছে যা এই গ্যাস তৈরি করতে পারে।' কেমব্রিজের দলও এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত। অণুজীব ছাড়া ডিএমএস আর ডিএমডিএস অন্যভাবে অর্থাৎ অজৈব পদ্ধতিতে ল্যাবে তৈরি করা যায় কি না সেটি দেখতে তারা এখন অন্য গবেষণা দলগুলোর সঙ্গে কাজ করছে।

অধ্যাপক মধুসূদন বলেন, 'এখনও শূন্য দশমিক তিন শতাংশ পরিসংখ্যানগত ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' ভিনগ্রহে প্রাণ থাকতে পারে এমন দাবি 'সত্য হলে তা অনেক বড় একটি বিষয়' উল্লেখ করে বিবিসি রেডিও ফোরের টুডে অনুষ্ঠানে তিনি বলেন: 'তাই আমরা খুবই সতর্কভাবে কাজ করতে চাই, আরও পর্যবেক্ষণ করতে চাই এবং এমন পর্যায়ে প্রমাণ নিতে চাই যেখানে দৈবভাবে এ ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা এক মিলিয়নের মধ্যে একটিরও কম হয়।'তার মতে, 'সম্ভবত এক বা দুই বছরের' মধ্যেই এটি সম্ভব হবে।

ইনস্টাগ্রামে বিবিসি বাংলা ফলো করতে ক্লিক/ট্যাপ করুন এখানে

এদিকে অন্য গবেষক দলগুলো কে২-১৮বি গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের বিষয়টি ছাড়াও আরও কিছু বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু ডিএমএস আর ডিএমডিএস এর উপস্থিতি নিয়েই নয়, বরং এই গ্রহের প্রকৃতি নিয়েও জোরালো বৈজ্ঞানিক বিতর্ক চলছে। অনেক গবেষকের মতে, গ্রহের বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া গ্যাসের অনুপস্থিতি থাকার কারণে গ্রহটিতে বড় তরল জলাধার বা মহাসাগর থাকতে পারে। তাদের তত্ত্ব হলো, বিশাল জলাধারের নিচে অ্যামোনিয়া শোষিত হয়েছে। তবে কেমব্রিজের অধ্যাপক অলিভার শর্টল বলছেন, এটা গলিত শিলার সমুদ্র হওয়ার সম্ভাবনাও আছে, যা হলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। 'আমরা ভিনগ্রহগুলোর সম্পর্কে যা কিছু জানি সবই ওই গ্রহের বায়ুমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত সামান্য পরিমাণ আলো বিশ্লেষণ করে। তাই এটি একটি ভীষণ দুর্বল সংকেত এবং এখান থেকেই আমাদের শুধু প্রাণ নয়, সবকিছু বোঝার চেষ্টা করতে হচ্ছে,' বলেন তিনি। 'কে২-১৮বি নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক মূলত গ্রহটির গঠন ঘিরেই', যোগ করেন তিনি।

এদিকে নাসার অ্যামস রিসার্চ সেন্টারের ড. নিকোলাস ওয়াগন একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার প্রকাশিত গবেষণা বলছে, কোনো শক্ত পৃষ্ঠ ছাড়াই কে২-১৮বি ছোটো গ্যাসে ভরপুর হতে পারে। তবে এসব বিকল্প তত্ত্বও জেডব্লিউএসটি 'র ডেটার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে যুক্তি দিচ্ছেন অন্য গবেষকরা যার ফলে কে২-১৮বি নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক আরও জোরদার হয়েছে। বিবিসির দ্য স্কাই এট নাইট অনুষ্ঠানের উপস্থাপক অধ্যাপক ক্রিস লিনটট জানান, অধ্যাপক মধুসূদনের দলের প্রতি তার 'অপরিসীম শ্রদ্ধা' থাকলেও গবেষণাটি নিয়ে তিনি সতর্ক অবস্থান নিচ্ছেন।

'এটাকে ''একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত'' হিসেবে দাবি করার বিষয়ে আমরা খুব সতর্ক থাকতে চাই। অতীতেও আমরা এমন মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছি', বলেন তিনি।

তার মতে, মহাবিশ্বে কী আছে তা বোঝার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গবেষণাটিকে দেখা উচিত। অধ্যাপক মধুসূদন স্বীকার করেছেন যে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য এখনও বিশাল বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ পাড়ি দেয়া বাকি। তবে তার বিশ্বাস, তিনি ও তার দল সঠিক পথে আছেন। তিনি বলেন, 'এখন থেকে বহু দশক পরে আমরা হয়তো এই সময়টিকে জীবন্ত মহাবিশ্ব আমাদের নাগালের মধ্যে আসার মুহূর্ত হিসেবে মনে করব।' 'এটাই হতে পারে সেই মুহূর্ত, যখন "আমরা কি এই মহাবিশ্বে একা?" এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে।'

দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারসে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

ওয়েভস- এর জন্য মিডিয়া ডেলিগেট নিবন্ধন ২১, ২২ এবং ২৩ এপ্রিল তিন দিনের জন্য পুনরায় খোলা হবে

মুম্বাই, ২০ এপ্রিল ২০২৫, পিআইবি।। সংবাদ মাধ্যমের আগ্রহের জন্য ওয়ার্ল অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) ২০২৫ এ মিডিয়া ডেলিগেট নিবন্ধন পুনরায় তিন দিনের জন্য চালু করা হচ্ছে। আগামী ২১ এপ্রিল, সোমবার থেকে ২৩ এপ্রিল, বুধবার পর্যন্ত অংশগ্রহণে ইচ্ছুক মিডিয়া প্রতিনিধিরা নাম নিবন্ধন করতে পারবেন। পেশাদার, ফটোগ্রাফার এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্মাতাদের জন্য এটি শেষ সুযোগ, যাতে তারা ১-৪ মে ২০২৫ এ মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সাংবাদিক (প্রিন্ট, টিভি, রেডিও), ফটোগ্রাফার/ক্যামেরাপারসন, ফ্রিল্যান্স মিডিয়া পেশাদার, ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতারা এতে যোগ দেওয়ার জন্যে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে হবে তা হল- সরকারি আইডি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি, মিডিয়ার সাথে যুক্ত থাকার প্রমাণপত্র, ১০টি কাজের নমুনা (লিঙ্ক বা স্ক্রিনশট) ও ভিসা (আন্তর্জাতিক আবেদনকারীদের জন্য)।

উল্লেখ্য, প্রথম ওয়ার্ল অডিও ভিজ্যুয়াল ও এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস), মিডিয়া ও এন্টারটেইনমেন্ট (এম অ্যান্ড ই) সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক ইভেন্ট, যা ১ থেকে ৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত হবে।

ব্রডকাস্টিং, প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস, সাউন্ড এবং মিউজিক, বিজ্ঞাপন, ডিজিটাল মিডিয়া, সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, জেনারেটিভ এআই, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি (এক্সআর) শিল্প ও খাতগুলোর মত সৃজনশীল ক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধি করতে, বিষয়বস্তু তৈরি করতে, বৌদ্ধিক সম্পত্তি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে ভারতের অবস্থানকে দৃঢ় করতে এই ওয়েভস আয়োজন করা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে সামলাতে পারছেন না : দিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে সামলাতে পারছেন না।

বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার অনেদন রেখেছেন, মিঠুনের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'অনেকে নানা কথা বলছেন, কিন্তু পরিস্থিতি দেখে স্পষ্ট যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সামলাতে পারছেন না। রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে না এবং বাংলায় কোনও প্রকৃত পরিবর্তন আসবে না।

গুন্ডা ও অস্ত্র ব্যবহার করে নির্বাচন জেতার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তুতি রাজ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

রবিবার সকালে খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, 'তিনি কোনও কাজ করেন না, কোনও কিছু সামলাতে পারেন না এবং যখন কোনও ভুল হয় তখন অন্যদের দোষারোপ করেন। এখন মানুষ বুঝতে পেরেছে, সত্য কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই।

সবচেয়ে অযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতাজি বাংলায় এসেছেন এবং তার আমলে রাজ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই করেননি।

আক্রান্ত এলাকায় সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।'

ব্যাপক ভূমিধসে অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক, বন্ধ যানবাহন চলাচল

জম্মু, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ব্যাপক ভূমিধসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। ভূস্বর্গের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় আটকে পড়েছে অনেক যানবাহন। ভারী বৃষ্টির জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ের বিভিন্ন স্থানে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পাথর, কাঁদার জন্য যানবাহন চলাচল করে দেওয়া হয়েছে। জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে বরাবর দাঁড়িয়ে পড়েছে বহু যানবাহন। এই মুহূর্তে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চলছে জোরকদমে।

হাওড়ায় ফেরি বন্ধ! রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ বাম কর্মী-সমর্থকদের

হাওড়া, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ব্রিগেড সমাবেশের আগেই বিশৃঙ্খলা! রবিবার সকালে হাওড়ায় ফেরি পরিষেবা বন্ধ করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। বাম কর্মী-সমর্থক, যাঁরা ব্রিগেডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন, তাঁরা হাওড়ায় পৌঁছে ক্ষোভ উগড়ে দেন। অভিযোগ, ব্রিগেডে জনসমাগম ঠেকাতে এবং বামেদের জন্য সমস্যা তৈরি করতেই ফেরি বন্ধ করে রেখেছে প্রশাসন। ফেরি বন্ধের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাম কর্মী-সমর্থকরা।

ব্রিগেডে মাঠ ভরাতে রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলার বাম কর্মী-সমর্থকেরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। হাওড়া স্টেশনেও তাঁদের ভিড় চোখে পড়েছে। শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি চারটি গণসংগঠনের ডাকে রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশ করতে চলেছে সিপিএম।

ফের গরম বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, আপাতত হেরফের নয় তাপমাত্রায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): সোমবারের পর থেকে ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া আর থাকছে না। ফলে, দক্ষিণবঙ্গে আবারও বাড়বে তাপমাত্রা। তবে, আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। তার পরের দু'দিনে আবার দুই থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি বেশি।

কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ার দু'-একটি জায়গায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে সোমবারও কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ ডায়েরি - ২ : তারা আমাদের প্রতিবেশী ছিল, সুসম্পর্ক সত্ত্বেও সব লুট করে নিয়ে গেল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): গত ১১ এপ্রিল, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে হাজার হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে রাস্তায় নেমে আসে এবং হিংসা শুরু করে। তারা পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এলাকা জুড়ে পাথর ছোঁড়া ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। সমগ্র দেশ এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের খবর দেখছিল, কিন্তু সত্য ছিল অন্য কিছু। এই হিংসার আড়ালে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা আশেপাশের হিন্দু বাড়িগুলিকে নিশানা রে, লুটপাট করে, পুড়িয়ে দেয় এবং এক পিতা-পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যে এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। এই ঘটনার পর মানুষের মনে গভীর আতঙ্ক বিরাজ করছে, কিন্তু এই আক্রমণ তাদের আরও ঐক্যবদ্ধ করেছে।

এটা আমাদের জন্মস্থান, কিন্তু এখন আমরা ভয় পাচ্ছি। হিন্দুস্থান সমাচার-এর নিউজ টিম ঘোষপাড়া এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় যুবকরা আমাদের বাইকে করে সেই জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে ১৩০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৮৬ বছর বয়সী তপন (নাম পরিবর্তিত) এখানে থাকেন। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, এটা আমাদের জন্মস্থান কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে আমার নিজের মাটিতে থাকতে আমার ভয় লাগবে। মনে হচ্ছে হিন্দু হওয়া পাপ। আমাদের পুরো জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সেদিন আক্রমণ চালানো হয়েছিল। তপন গ্রামে একজন বন্ধুসুলভ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এবং তার মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সেই দিনের ভয়াবহ দৃশ্যের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আক্রমণকারীরা আমাদের তাদের শত্রু হিসেবে ভাবছিল। ওরা ছিল আমাদের চারপাশের মানুষ। কিন্তু তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকে লুটপাট, ভাঙচুর এবং আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

তাদের মুখ ঢাকা ছিল কিন্তু আমরা তাদের চিনতে পেরেছি। তপনের ৭০ বছর বয়সী মা মামুনি (নাম পরিবর্তিত), যিনি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তপনকে কথা বলতে দেখে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের আশেপাশের গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন ঘরে ঢুকে পড়ে। তাদের মুখ ঢাকা ছিল কিন্তু তাদের চিনতে অসুবিধা হয়নি। তারা তালা, বাক্স, সিন্দুক এবং আলমারি ভেঙে ফেলে। গয়না, টাকা-পয়সা এবং মূল্যবান জিনিসপত্র সব লুট করেছে। তরবারির ভয় দেখিয়ে তারা আমাদের কান, নাক এবং হাত থেকে অলংকার খুলে ফেলতে বাধ্য করে। তারপর তারা আমাদের ভয় দেখিয়ে সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং চলে যায়। আমরা কোনওরকমে আমাদের জীবন বাঁচিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিলাম।

হাজার হাজার আক্রমণকারী ছিল, কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘোষপাড়ার স্বপন (৩৬ বছর) কখনও কল্পনাও করেনি যে তার গ্রামে সে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পাবে। তিনি বলেন, শুক্রবারের নামাজের পর হামলা শুরু হয়। পুলিশকে ক্রমাগত ফোন করা হয়েছিল কিন্তু কেউ আসেনি। আক্রমণকারীরা হাজার হাজার লোকের ভিড়ে রাস্তা ভরে যায়। তারা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল এবং বলছিল যে তারা মুর্শিদাবাদ থেকে পুরো হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা বন্ধুদের সাথে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে আমাদের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

ঘোষপাড়া সংলগ্ন বেতবোনা গ্রামে, হরগোবিন্দ দাস এবং তার ছেলে চন্দন দাসকে তাদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে কংক্রিটের রাস্তার উপর ছেনি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আক্রমণকারীদের ভিড় আনন্দে স্লোগান দিচ্ছিল। হামলার পর চন্দনের ১৩ বছর বয়সী ছেলে অন্য গ্রামের এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে লুকিয়ে নিজের জীবন বাঁচাচ্ছিল। সে জানতও না যে তার বাবা এবং দাদাকে হত্যা করা হয়েছে। হরগোবিন্দ দাসের বিধবা বোন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, মুর্শিদাবাদের এই গ্রামে হিন্দু হওয়া অপরাধ। আমরা বারবার পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ সাহায্য করেনি। আমার বাবা এবং ভাইকে হত্যার পর আমার বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম ক্ষতিগ্রস্তদের বেদনা বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে এবং ঘোষপাড়া এলাকায় এখনও শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে। মানুষ প্রতিটি অপরিচিত মুখ দেখে ভয় পায়। ঘরের দরজা খোলা ছিল, জানালা ভাঙা ছিল এবং ভেতরে থাকা বাসনপত্র, কাপড়, মন্দির, আলমারি সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় বাড়িগুলো এই অবস্থায় পড়ে আছে কিন্তু সেখানে কেউ বসবাসকারী লোকেরা তাদের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে গেছে। ঘরে কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৬২ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ বলছেন, একটি জাতীয় চ্যানেলের একজন মহিলা সাংবাদিক এসেছিলেন, ছবি তুলেছিলেন, যন্ত্রণার কথা শুনে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তার চ্যানেলে খবর প্রচারিত হয় যে গ্রামবাসীরা নিজেরাই সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেতে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের হত্যাকাণ্ডকেও পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই ধরনের খবর দেখে মানুষ গণমাধ্যমের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। হরগোবিন্দ দাসের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাদের বাবা এবং ভাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং কলকাতার অনেক বড় বড় মিডিয়া চ্যানেলের সাংবাদিকরা আমাদের সাথে কথা বলার পরেও, আমাদের যন্ত্রণা শোনার পরেও, পরিবারের অবস্থা জেনেও এমন খবর প্রচার করেছে যে আমাদের লজ্জা লাগছে। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল, কেউই বাংলাদেশি ছিল না। ৭৫ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি বলছেন, এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে লোকজন এসে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে কিন্তু এটা মিথ্যা। আক্রমণকারীরা আমাদের নিজস্ব পাড়ার লোক ছিল। আমাদের পাড়ার ছেলেরা তাদের গ্রামের বন্ধুদের আক্রমণ করছিল। হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্মূল করার কথা বলা হচ্ছিল। পুলিশ আমাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে গেছে এবং মিডিয়া, যাদের কাছ থেকে আমাদের যন্ত্রণা দেশের সামনে তুলে ধরার আশা করা হয়েছিল, তারা বাংলাদেশের গল্প তৈরি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে অন্য দেশের মানুষ এসে আক্রমণ করেছে এবং চলে গেছে। এটা সত্য নয়। আক্রমণকারীরা ছিল আমাদের আশেপাশে বসবাসকারী আমাদের নিজস্ব লোকেরা, যাদের সাথে আমরা প্রতিদিন দেখা করতাম এবং দেখতাম। আক্রমণের কারণ ছিল, কেবল এই যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং আমরা হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কোনও কারণ নেই।

তিনি প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, সরকার যদি কোনও আইন তৈরি করে তবে তাদের আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। আমাদের আক্রমণ করার কোনও মানে হয় না, কেবল এইটুকু বলতে যে আমরা তাদের কাছে কাফের। বিএসএফ জওয়ানরা দূতের মতো এসে পৌঁছেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই হামলার জন্য বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন, কিন্তু স্থানীয় মানুষ বিএসএফ জওয়ানদের দেবতার মতো সম্মান করছেন। হাইকোর্টের নির্দেশের পর, বিএসএফ এবং সিআরপিএফ কর্মীরা হিংসা কবলিত এলাকায় পৌঁছেছেন। মানুষ তাঁদের দেবদূত বলে ডাকত। একজন বৃদ্ধ বললেন, যদি এই জওয়ানরা না থাকত তাহলে এখন আমরা বেঁচে থাকতাম না। একজন মহিলা বললেন, আমরা কখনও কোনও দেবতা দেখিনি কিন্তু বিএসএফ জওয়ানরা আমাদের জন্য দেবতা হয়ে এসেছেন।

সোমবার সিভিল সার্ভিস দিবস, বিশেষ পুরস্কার প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ এপ্রিল, সোমবার নতুন দিল্লিতে ১৭-তম সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে সরকারি আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা রাখবেন। প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ পুরস্কারও প্রদান করবেন তিনি। জেলাগুলির সার্বিক উন্নয়ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচি এবং উদ্ভাবন বিভাগে মোট ১৬টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

আগামী সোমবার, ২১ এপ্রিল দেশজুড়ে পালিত হবে ১৭-তম সিভিল সার্ভিস দিবস। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী মোদী নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এক সভায় যোগ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানেই জনপ্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার যোগ্যদের হাতে তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

জলপাইগুড়িতে গাড়ির ধাক্কায় টোটো চালকের মৃত্যু, জখম আরোহীরা

জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ফের জলপাইগুড়িতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল টোটো চালকের। জখম হয়েছেন ওই টোটোর দুই আরোহীও। রবিবার জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া গোশালা মোড়ে ৩১ ডি জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নারায়ণ সেন নামে ওই টোটো চালক দু'জন যাত্রী নিয়ে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। গোশালা মোড়ে জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় প্রচণ্ড গতিতে আসা একটি গাড়ি টোটোটিকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন চালক। মারাত্মক জখম অবস্থায় তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিস সূত্রে খবর, টোটোতে যাত্রী হিসেবে অসমের কোকড়াঝারের দুই বাসিন্দা ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁরাও জখম হয়েছেন। তাঁদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হিমাচলে ভারী বৃষ্টি চলবে, ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টিরও পূর্বাভাস

শিমলা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): হিমাচল প্রদেশে আপাতত ভারী বৃষ্টিপাত চলবে, একইসঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ এপ্রিল, সোমবার পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে ২১ এপ্রিল (সোমবার) সকাল পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের বেশিরভাগ অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে, পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্বাভাসও রয়েছে, হতে পারে বজ্রপাতও।

চাম্বা, কাংড়া, কুল্লু, সোলান, সিরমৌর, মান্ডি এবং শিমলা জেলায় শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসও রয়েছে, লাহুল, স্পিতি, কিন্নৌর জেলা এবং চাম্বা ও কুল্লুর উঁচু এলাকায় ২১ এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আনন্দ ও সম্প্রীতি প্রার্থনা করে ইস্টারের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): দেশবাসীকে ইস্টারের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ ইস্টারের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, "সবাইকে শুভ ও আনন্দময় ইস্টারের শুভেচ্ছা। এই ইস্টার বিশেষ, কারণ বিশ্বজুড়ে জয়ন্তী বর্ষ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এই পবিত্র উৎসব প্রতিটি মানুষের মনে আশা, নবায়ন এবং করুণার সঞ্চার করুক। চারপাশে আনন্দ এবং সম্প্রীতি বিরাজ করুক।'

উল্লেখ্য, জেরুসালেমের গলগাথার রাস্তায় যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যে দিন, সেই দিনকেই 'গুড ফ্রাইডে' বলে থাকেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, এর তিন দিন পরে, রবিবার ফের বেঁচে ওঠেন যিশু। মৃত্যুকে হারিয়ে যিশুর এই পুনরুত্থানকেই 'ইস্টার সানডে' হিসেবে পালন করেন তাঁরা।

ইস্টার উৎসব নতুন আশা ও সূচনার চেতনাকে অনুপ্রাণিত করে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইস্টার উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রবিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, 'সবাইকে ইস্টারের শুভেচ্ছা! এই উৎসবে আমরা যিশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান উদযাপন করি। এই উৎসব নতুন আশা ও নতুন সূচনার চেতনাকে অনুপ্রাণিত করে। যিশু খ্রীষ্টের শিক্ষা মানবতাকে ভালোবাসা এবং ত্যাগের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। আনন্দ এবং আশার এই উৎসব সকলের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।'

রবিবার আগরতলার লালবাহাদুর ক্লাবে পিএম বিলজি যোজনা নিয়ে এক বৈঠকে আলোচনা করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আদমের ছত্রছায়ায়

‘কবিতাসংগ্রহ’

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, একজন কবি বা লেখক মনের ভাব প্রকাশ করে তাঁর নিজস্ব লেখনির মাধ্যমে। মনের দোলাচল, উথালী-পাথালি অবস্থা সবই প্রকাশিত হয় কলমের ডগা দিয়ে। গৌতম মণ্ডল তাঁর ‘কবিতাসংগ্রহ’ বইয়ের মাধ্যমেও মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করেছেন। কবি তাঁর ‘রাত ও রাতের বিভা’ অধ্যায়ের ‘ভোর’ কবিতায় দেখিয়েছেন, মাঠ ও মাঠের কাহিনি ছুঁয়ে আমি নদীর কাছে আসি। ‘রামধনু’ কবিতায় দেখিয়েছেন, ভালবাসাগুলো ক্রমশ বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে চারদিকে।

‘কালপুরুষ’ অধ্যায়ের ‘কোজাগর’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, দহনে সংগীত জাগে, জাগায় চরাচর। ‘চণ্ডালবাতি’ কবিতায় কবি বলেছেন, তান্ত্রিক রাত্রির মতো সমস্ত বাঁকে ওঁৎ পেতে রয়েছে ব্যক্তিগত কাঁসরবৃন্ত। ‘ভূপাখি ভস্মপাখি’ অধ্যায়ের ‘অলচিকি’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, বাঁশি, তার সুর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে তোমাকে। ‘চিতা’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, তখন ফেলে আসা পথচিহ্নের পরে উর্বশীর নভোতল আঁকড়ে ধরে রঙিন মোমের ছাল। ’বিবাহের মন্থর আয়োজন’ অধ্যায়ের ‘গর্জন’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, আমি পাহাড় চিনি না। সমুদ্রেও যায়নি কোনোদিন। ‘কলরব’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, যে আছে তাকে দেখি না কোথাও, যে নেই তার ছায়া কলরব করে সর্বত্র। সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট আদম প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির ‘কন্দমূলের আকাশ’, ‘দুর্লভ শিখরদেশ’ ‘অরচিত অন্ধকার’ অধ্যায়গুলি পাঠক মহলে বিশেষভাবে সাড়া জাগায় বলা চলে।

মূল্য- ৬০০ টাকা

বাড়ছে উত্তাপ, মরশুমি এই ফল দিয়েই সারুন ফেশিয়াল

মার্চ পড়তে না পড়তেই চড়ছে পারদ। সকাল ও রাতে খানিক ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকলেও বেলা বাড়লেই বাড়ছে গরমের দাপট। এদিকে হাতে আর একটা সপ্তাহ। তার পরেই দোল (২০২৩)। বসন্ত উতসবে মেতে উঠতে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আপামর বাঙালি। যদিও আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস দোলেও থাকবে পারদের ছ্যাঁকা। আর এই ঠান্ডা-গরমের প্রকোপে বাড়ছে সর্দি-কাশিও। একবার ধরলে আর তা সারতেই চাইছে না। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। এই শুষ্ক আবহাওয়াতে চুল, মুখের দফারফা। রোদ, গরমে সানস্কিন ব্যবহারের পরেও মুখে যেন কালি পড়ে যাচ্ছে। এই সময় শরীরকে হাইড্রেট রাখা খুবই জরুরি। বেশি করে জল, ফলের রস, ডাবের জল এসব খেতে হবে। এছাড়াও যে সব ফলের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি সেই রকমই ফল বেছে নিন।

আর এই ফল কাজে লাগান রূপচর্চাতেও। বাজারে এখন তরমুজ এসে গিয়েছে। এবার তাই তরমুজ দিয়েই হোক ফেশিয়াল। এতে মুখে একটা কুলিং এফেক্ট থাকবে। সেই সঙ্গে বজায় থাকবে ফ্রেশনেসও। তরমুজের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে, যা আমাদের ত্বককে পুষ্টি জোগায়, সেই সঙ্গে বজায় থাকে উজ্জ্বল ভাব।

তরমুজের রস আর নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। দ্বিতীয় ধাপ হল স্ক্রাবিং। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য চালগুঁড়ো আর মধু মিশিয়ে নিন। এবার তা দিয়ে মুখ খুব ভাল করে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। এতে মুখের মরা কোষ উঠে আসবে। মুখ পরিষ্কার হবে। দূর হবে ব্ল্যাকহেডসের সমস্যাও। এবার দরকার ম্যাসেজ ক্রিম। তাও বানিয়ে নিন তরমুজের রস দিয়ে। তরমুজের রস, মধু, লেবুর রস, নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার তা সার্কুলার মোশনে মুখে ম্যাসাজ করে নিতে হবে। এতে মুখের রক্ত চলাচল খুব ভাল হবে। সেই সঙ্গে ত্বক উজ্জ্বল হবে আর ভালও থাকবে।

এই ফেশিয়ালের শেষ ধাপ হল মুখে ফেসপ্যাক লাগানো। তরমুজের রসের সঙ্গে টকদই মিশিয়ে নিতে হবে। এবার তা পুরো মুখে খুব ভাল করে লাগিয়ে নিতে হবে। ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। নিয়ম মেনে এই সব ধাপ করলেই মুখ থাকবে চকচকে।

শিশুদের মস্তিষ্কে কী চলছে জানতে চেষ্টা করছে যে বিশেষ প্রকল্প

ভিক্টোরিয়া গিল

দুই বছর বয়সের হেনরি, তার সামনে রাখা “আইপ্যাড” দেখে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। আইপ্যাডের স্ক্রিনে ফুটে ওঠা “স্মাইলি ফেস” দেখতে পেলেই সে তার আঙুল ছুঁইয়ে দিচ্ছে, আর মুহূর্তে সেটা কোনো না কোনো প্রাণীর কার্টুনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সেই কার্টুন আবার নাচও করে।

সাদা মাটা চোখে এই “গেম” সাধারণ এবং একঘেয়ে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে, এটা একটা পরীক্ষা যার মাধ্যমে শিশুদের মস্তিষ্কে কোন ধরনের মৌলিক দক্ষতার বিকাশ ঘটছে, তা বোঝা সম্ভব। ছোট্ট হেনরির মাথায় রয়েছে একটা ক্যাপ, যেখানে “সেন্সর”বোঝাই করা রয়েছে। ওই ক্যাপ থেকে যে তারগুলো বেরিয়ে এসেছে, সেটা গিয়ে জুড়েছে একটা বড়সড় “অ্যানালিটিকাল মেশিনারি” বা বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্রপাতির সঙ্গে। হেনরি যখন ওই গেমটা খেলছে, সেই সময় তার মাথায় থাকা সেন্সর বোঝাই ক্যাপ স্ক্যান করছে ওই খুদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে। পাশাপাশি, কতটা ভালভাবে সে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারও একটা চিত্র তৈরি করছে। “ইনহিবিটরি কন্ট্রোল”(বাধা নিয়ন্ত্রণ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এই পরীক্ষা। এর মাধ্যমে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বুঝতে চাইছেন শিশুদের মধ্যে এই সমস্ত ক্ষমতা কখন এবং কীভাবে বিকাশ করে। এই দক্ষতাগুলো একেবারে খুদে বাচ্চাদের ফোকাস করতে এবং শিখতে সাহায্য করে। দক্ষতাগুলো যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা জানেন। কিন্তু তারা যেটা এখনও জানেন না সেটা হলো এই দক্ষতা শিশুর মস্তিষ্কে কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র ছয় মাস থেকে শুরু করে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এমন দক্ষতার বিকাশ হতে থাকে যা ভবিষ্যতে তাদের অ্যাকাডেমিক (পঠন-পাঠন) এবং সামাজিক ক্ষমতা আকার দেবে। এটাই ওই বয়সের শতশত শিশুর ক্ষেত্রে “ট্র্যাক” করছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে এই অগ্রণী গবেষণামূলক প্রকল্পের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। কয়েক দশক ধরে চলা গবেষণার মাঝে চলছে আরও একটা গবেষণা। বর্তমানে এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণকারী ৩০০ শিশুর মায়েরাও একসময় এর অংশ ছিলেন। ১৯৯০-এর দশকে ওই মায়েরা যখন নিজেরা শিশু ছিলেন, সেই সময় থেকেই তাদের স্বাস্থ্য “মনিটর” করা হয়েছে গবেষণার অংশ হিসাবে। জীবনব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে যা শিশুদের (যারা এখন এই গবেষণার অংশ) মস্তিষ্কের বিকাশ, তাদের অভিভাবকদের (যারা নিজেরাও এই গবেষণার অংশ ছিলেন) স্বাস্থ্য, অভিজ্ঞতা এবং জেনেটিক্সের মধ্যে থাকা “লিঙ্ক” প্রকাশ করতে পারে। প্রধান গবেষক ড. কার্লা হোম্বের মতে, শিশুদের বিকাশ সম্পর্কিত গবেষণার দিক থেকে, ওই বাচ্চাদের অভিভাবক সম্পর্কে ইতিমধ্যে এত সমৃদ্ধ তথ্য সংগ্রহে থাকার বিষয়টা এই প্রকল্পকে “একেবারে অনন্য” করে তুলেছে। ‘কোন সময় শিশুদের বিভিন্ন স্কিল (দক্ষতা) তৈরি হয় সেটা আমাদের জানা দরকার এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে তার বিকাশ কীভাবে হয়, সেটাও আমাদের জানা দরকার,’ বলেছেন তিনি। ড. হোম্বে ব্যাখ্যা করেছেন, যে সমস্ত শিশু স্কুল যাওয়া শুরু করার পর “স্ট্রাগল” করে, সেই “স্ট্রাগল” পরেও চলতে দেখা গিয়েছে। তার কথায়, ‘এটা (স্ট্রাগল) তাদের যৌবন বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। তাই বাচ্চাদের বিকাশের এই পুরো সময়কালকে আমাদের ভালভাবে বোঝা দরকার, যাতে একেবারে কম বয়সেই আমরা শিশুদের সাপোর্ট করতে পারি।’ গবেষণার সময়, অংশগ্রহণকারী শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান ল্যাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তারা (শিশুরা) নানান ধরণের বৈজ্ঞানিক “গেম” খেলে, ধাঁধার সম্মুখীন হয় এবং সেই সময় তাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। অনেক শিশুরই ছয় মাস বয়সে, তিন বছরে এবং পাঁচ বছর বয়সে এমআরআই স্ক্যান করা হয়, যা তাদের ক্রমবিকাশমান মস্তিষ্কের প্রকৃত চিত্র তৈরিতে সাহায্য করে। এমনই একটা খেলা নিয়ে ব্যস্ত হেনরি। ওই খেলায় আইপ্যাডের স্ক্রিনে “স্মাইলি ফেস” ফুটে উঠছে। সাধারণত স্ক্রিনের ডান দিকে বারেবারে ফুটে উঠছে ওই “স্মাইলি ফেস”। যেই মুহূর্তে হেনরি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে, সেই মুহূর্তে ওই “স্মাইলি ফেস” ফুটে উঠছে স্ক্রিনের অন্য প্রান্তে। এই গবেষণায় সহকারী হিসাবে কাজ করছেন কারমেল ব্রফ। তিনি বলেছেন, ‘আমরা দেখতে চাইছি শুধুমাত্র ডানদিকে ট্যাপ করার তাগিদকে হেনরি কাটিয়ে উঠতে পারে কি না এবং তার পরিবর্তে স্মাইলি ফেস স্ক্রিনের কোন দিকে ফুটে উঠছে, সেটাও সে খুঁজে দেখছে কি না।’ ড. হোম্বে ব্যাখ্যা করেছেন, শিশুরা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করে, তখন এই সমস্ত দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার কথায়, ‘ক্লাসরুমে (শ্রেণীকক্ষে) একজন শিশুর ফোকাস করাটা দরকার। তাদের মনোযোগ যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়।’

পাশাপাশি, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, ’নতুন জিনিস শিখতে হলে, আমাদের পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।’ হেনরি’র মতোই অন্য একটা ঘরে খেলা করতে ব্যস্ত জ্যাকসন। তারও বয়স দুই বছর। এই খুদে যে খেলাটা খেলছে সেটা তার “ওয়ার্কিং মেমরি” পরীক্ষা করার জন্য “ডিজাইন” করা। একজন গবেষণা সহকারী বিভিন্ন পাত্রে স্টিকার লাগাচ্ছেন এবং জ্যাকসনকে তা দেখার জন্য উৎসাহিত করছেন। এরপর ওই খুদেকে মনে করতে বলা হয় যে কোন পাত্রগুলোতে স্টিকার রয়েছে এবং কোনটাতে নেই।

প্রশ্ন জাগতেই পারে যে কোন বিষয়টা তাকে এই খেলায় উৎসাহিত করছে? উত্তরটা হলো, খেলা শেষ হলে সমস্ত স্টিকারের মালিক হবে জ্যাকসন। ওয়ার্কিং মেমরি কী সে বিষয়ে বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন ড. হোম্বে। তার কথায়, ‘ওয়ার্কিং মেমরি হলো এমন একটা বিষয় যেক্ষেত্রে খুব সামান্য কিছু তথ্য আমাদের মাথায় রাখতে হয়। কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বা কোনো কাজের জন্য- যেমন একটা ধাঁধার উত্তর খুঁজতে, বা দুই মিনিট আগে আমরা কোনো জিনিস কোথায় রেখেছি তা মনে রাখতে এটা (ওয়ার্কিং মেমরি) প্রয়োজন।’ ‘শিশুরা যখন অঙ্ক কষতে শেখে বা পড়তে শেখে তখন এই সমস্ত দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে। এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার বিল্ডিং ব্লক (ভিত্তি) বলে আমি মনে করি।’ এই গবেষণা শিশুর ভাষার বিকাশ এবং তার প্রক্রিয়াকরণের গতিও মূল্যায়ন করবে যে বাচ্চারা কত দ্রুত নতুন তথ্য গ্রহণ করতে পারে, তারও একটা পরিমাপ।

ডিজাইন করা এবং এর উদ্দেশ্য শিশুদের নানান ক্ষমতাকে পরীক্ষা করা। “দ্য চিলড্রেন অফ দ্য” ৯০জ-নামক এই গবেষণামূলক প্রকল্পের বয়স এখন ৩৫ বছর। প্রাথমিকভাবে শিশু স্বাস্থ্যের উপর ফোকাস করা এই প্রকল্প ১৯৯১ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী ১৪,৫০০ শিশুকে ট্র্যাক করেছে। ওবেসিটি, অটিজম এবং সাম্প্রতিককালে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মহামারীর প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে এই গবেষণা। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীদের কাছে উপলব্ধ করা হয়েছে। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রতিবেদনে এই প্রকল্পের বিষয়ে উদ্ধৃতও করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯০-এর দশকের শিশুদের ডায়েটের বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য উঠে এসেছে। খাওয়া নিয়ে শিশুরা ঝামেলা করলে অভিভাবকদের উদ্বেগ হয় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের স্বাস্থ্য ও বিকাশের উপর এর কোনও স্থায়ী প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই বলে প্রমাণ মিলেছে ওই গবেষণায়।

শিশুদের ক্রমাগত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কারণে অন্য বিষয়ও প্রকাশ্যে এসেছে ওই প্রকল্পের হাত ধরে। যেমন জানা গিয়েছে, পাঁচজন তরুণের মধ্যে একজনের ফ্যাটি লিভার রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পাশাপাশি জানা গিয়েছে ৪০ জন তরুণের মধ্যে একজনের লিভারে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে যা মূলত ওবেসিটি এবং অ্যালকোহল সেবনের কারণে হতে পারে। এই পরিস্থিতি যে সাধারণ এবং ডায়েটের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা যায়, সেই বিষয়েও আলোকপাত করেছে এই বিশেষ প্রজেক্ট। এর হাত ধরে প্রায়শই নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটন প্রকাশ্যে আসতে থাকে। যেমন গত মাসে জানা গিয়েছে যে সমস্ত শিশুদের ডায়েটে তৈলাক্ত মাছের অভাব ছিল, তারা কম মিশুক এবং দয়ালু। নব্বইয়ের দশকের শিশুদের নিয়ে শুরু হওয়া এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এখন তাদের (যারা নব্বইয়ের দশকে অংশগ্রহণ করেছিল) সন্তানদের গঠনমূলক ক্ষমতা এবং মস্তিষ্কের বিকাশের দিকে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছেন। স্কুলে যাওয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে অনুসরণ করা হবে।

নব্বইয়ের দশকে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমিলি। তিনিই বছর দুয়েকের হেনরির মা। এখন তার কোলে বসে ছোট্ট হেনরি গবেষণাকারীদের যত্নসহকারে তৈরি একটা ধাঁধা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। এমিলির কথায়, ‘আমরা দুজনেই জন্ম থেকেই এরই (এই গবেষণামূলক প্রকল্পের) একটা অংশ। শুরুর দিকে আমি এটা পছন্দ করতাম না। আমার মা আমাকে এর জন্য সাইন আপ করিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন আমার এটাকে দারুণ আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।’ ড. হোম্বে জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে শিশুদের উন্নতিতে সহায়তা করাই এই গবেষণামূলক প্রকল্পের লক্ষ্য। কারণ তার মতে যখন বাচ্চারা স্কুলে যাওয়া শুরু করে ততদিনে শিশুদের মধ্যে অনেক কিছুই (দক্ষতা এবং অভ্যাস) ‘তৈরি হয়ে যায়’।

তিনি বলেছেন, ‘এটা এমন একটা মৌলিক ভিত্তি তৈরির কাজ যা আমাদের সঠিক সময়ে শিশুদের সাহায্য করবে।’ এদিকে, হেনরি এবং জ্যাকসন তাদের ধাঁধা এবং গেম শেষ করে মাথা থেকে মস্তিষ্ক-স্ক্যানিং টুপি খুলে ফেলেছে। এমিলি বলেছেন, ‘আমার ছেলেরা এখানে আসতে ভালবাসে। তারা এখানে রাখা সমস্ত খেলনাগুলোও ভালবাসে। বিনামূল্যে স্ন্যাকসও পায় তারা। তাই ওরা যতদিন চাইবে, ততদিন আমি এখানে আসব।’ তিনি নিজেও অবশ্য ততটাই আগ্রহী। এমিলির কথায়, ‘কেন আপনি এর অংশ হতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সাহায্য করতে চাইবেন না?’

বানিয়ে ফেলুন আমলকীর জুস

অনেকেই কাঁচা আমলকী খান। কেউ আবার খান শুকিয়ে। তবে দেখা গিয়েছে, আলমকীর জুস হল ভীষণই উপকারী। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, আমলকী জুস খেলে দ্রুত বহু জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়। এমনকী হার্টের জন্য একদম ধন্বন্তরি এই পানীয়। তাই এই পানীয় নিয়মিত পান করতে বলেন আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞরা। তবেই হার্টের অসুখ থেকে দূরে থাকতে পারবেন। আমলা জুস তৈরি করবেন কী ভাবে ? ১. প্রথমে ২ থেকে ৩ টি আমলকী নিন। . আমলকীগুলি কেটে নিয়ে একটি ব্লেন্ডারে রাখুন। ব্লেন্ডারের পাত্রে ১ থেকে ২ কাপ জল দিন। এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন আদা, মরিচ, মধু ও কিছুটা নুন। এরপর ব্লেন্ডার কিছুটা সময় ঘোরান। তারপর মিক্সার থেকে নামিয়ে ছেঁকে খেয়ে নিন। এই হল আমলা জুস তৈরির সহজতম কৌশল। তবে কারও ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেশারের সমস্যা থাকলে মধু ও নুন মেশাবেন না। এতে সমস্যা তৈরি হবে। এই জুসে রয়েছে পুষ্টির ভাণ্ডার, যেমন - ১. আমলকীতে ২০টি কমলালেবুর সমান ভিটামিন সি রয়েছে, এর পাশাপাশি ২. ভিটামিন এ ৩. ভিটামিন ই ৪. আয়রন ৫. ক্যালশিয়াম ৬. প্রোটিন ৭. কার্ব ৮. ফাইবার ৯. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই সমস্ত উপাদানগুলি মিলে আমলকী ফলের রাজা হয়ে উঠেছে। সুগার, প্রেশার, হার্টের অসুখ সব রোগেই এই ফল দারুণ কাজ করে।

মাথার চুল ঝরে পড়া কি থামানো সম্ভব?

আমির আহমেদ

চুল পড়া যে কারও জন্যই সমস্যায় পরিণত হতে পারে — তা সে যে নারী বা পুরুষ, কম বয়সী বা প্রবীণ অথবা যে কোনো জাতিগোষ্ঠীরই হোক না কেন। জেনেটিক (বংশগত) কারণ, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, বার্ধক্য এমনকি জীবনযাত্রার ধরনসহ নানা কারণে চুল পড়তে পারে।

চুল পড়ার কারণ এবং সমাধান খুঁজে বের করতে আমরা কথা বলেছি যুক্তরাজ্যভিত্তিক ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর ট্রাইকোলজিস্ট এনিটান আগিডির সঙ্গে। তার বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট থাকলেও তিনি বিশেষভাবে আফ্রো-টেক্সচার (সাধারণত আফ্রিকান মানুষদের মাথায় কালো ও কোঁকড়ানো যে ধরনের চুল থাকে) চুলবিশিষ্ট নারীদের সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। আগিডি বলেন, ‘চুল পড়া থেকে কেউই রেহাই পায় না। এমনকি আমি, যে কিনা চুল নিয়ে অনেক কিছু জানি, এই আমাকেও অতীতে চুল পড়া সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জার্নাল ডার্মাটোলজিক সার্জারির তথ্যমতে, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী ১৬ শতাংশ পুরুষ চুল পড়ার শিকার হন। ত্রিশ থেকে ৩৯ বছর বয়সে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ শতাংশে। আর ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর অর্ধেকের বেশি পুরুষ চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন।

চিকিৎসা পরিভাষায় চুল পড়াকে বলা হয় অ্যালোপেশিয়া। পুরুষদের মধ্যে চুল পড়ার সমস্যাটি বেশি প্রাধান্য পেলেও নারীদের মধ্যেও চুল পড়া সাধারণ একটি বিষয়।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের তথ্যমতে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারী জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন।

অল্প বয়সের চুল পড়া বন্ধ করা যায়?এ ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আঁচল পান্থ বলছেন, প্রথম ধাপে যা করতে হবে তা হলো একজন পেশাদার বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে সঠিক রোগ নির্ণয় করা। এতে করে আপনার দৈনন্দিন জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন।

‘চুল ভালোভাবে বৃদ্ধির জন্যে উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার অত্যন্ত জরুরি’, বলেন তিনি। ‘যদি কোনো ধরনের পুষ্টির ঘাটতি থাকে, তাহলে আগে সেটা ঠিক করতে হবে।’ অনেকেই চুল পড়ার বিষয়টি বুঝতে পারার সাথে সাথেই মিনোক্সিডিল বা ক্যাফেইনযুক্ত বিভিন্ন ক্রিম মাথায় ব্যবহার করতে শুরু করেন। মিনোক্সিডিল সাধারণত লিকুইড বা ফোম আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি চুলের গোড়ায় রক্তপ্রবাহ বাড়াতে সাহায্য করে, যার ফলে চুল বেশি দিন ধরে বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে ডা. পান্থ সতর্ক করে বলেন, মিনোক্সিডিল ‘চুল পাতলা হওয়া কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু এতে নতুন চুল গজাবে না।’

বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে হয় চুল পড়া নিয়ন্ত্রণে কেটোকোনাজল ব্যবহৃত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ড্যানড্রাফ বা খুশকি প্রতিরোধেও এটি কার্যকর — কারণ খুশকি থেকে তৈরি হওয়া ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ চুল পড়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। মিনোক্সিডিলের চেয়ে আলাদা কেটোকোনাজল একটি অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ, যা মূলত স্কাল্প বা মাথার ত্বকের ফাঙ্গাল ইনফেকশনের (ছত্রাকের সংক্রমণ) চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কিছু গবেষণা বলছে, কেটোকোনাজল ডিএইচটি হরমোনের মাত্রা কমাতে পারে, যা চুল পড়ার সঙ্গে জড়িত। ডা. পান্থ আরও বলেন, ‘অনেকেই ভাবেন যে চুল পড়তে শুরু করলে চিকিৎসা নিলেই চুল গজাবে, তারপর আর কিছু করার দরকার নেই — কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয়। চুল পড়া রোধ করা হলো কেবল একটি দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার।’

জীবনধারার পরিবর্তন নিজের চুলের ধরন সম্পর্কে জানা জরুরি।

ট্রাইকোলজিস্ট (চুল ও মাথার ত্বক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ) এনিটান আগিডি বিশেষত আফ্রো স্টাইলের চুল নিয়ে কাজ করেন। তিনি বলেন, শুরুর দিকে চুল পড়ার জন্য কিছু হেয়ারস্টাইল, যেমন টাইট বা ভারী বেণী এবং হিট স্টাইলিং (চুলে আয়রন বা তাপ প্রয়োগ করে যেসব স্টাইল করা হয়) দায়ী হতে পারে। ‘স্টাইলিং বোঝা জরুরি। চুলকে উপভোগ করুন। কিন্তু ভারী বা খুব টাইট করে চুল বাঁধলে তা চুলের গোড়ায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে’, বলেন তিনি। চুলের গোড়াই মূলত চুল গজানোর সঙ্গে সম্পর্কিত। এর পাশাপাশি মাথার ত্বকে ক্ষত নিরাময় ও নতুন করে চামড়া গজানোর কাজও এখানেই হয়। ‘অতিরিক্ত স্টাইলিং করার কারণে ট্র্যাকশন অ্যালোপেশিয়া এবং ফ্রন্টাল ফাইব্রোসিং অ্যালোপেশিয়া — একসঙ্গে এই দুই ধরনের চুল পড়া ক্লায়েন্টও আমি দেখেছি।’

ধূমপান, মদ্যপান, চাপ এবং পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব চুল পড়া আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ডা. আঁচল পান্থ বলছেন, ধূমপান ভাসোকন্সট্রিকশন নামের একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যা রক্তনালিকে সংকুচিত করে দেয়। ফলে মাথার ত্বকসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রক্তপ্রবাহ কমে যায়, যা চুল পড়ার অন্যতম কারণ। চুল বা মাথার ত্বক ভালোভাবে না ধুলেও চুল পড়া বাড়তে পারে। আপনি এটা খেয়াল করতে পারেন যদি চুলে শ্যাম্পু না করেও গোসলের সময় দেখেন যে চুল পড়ে যাচ্ছে— এটাই এর লক্ষণ। এনিয়ে ডা. পান্থের পরামর্শ হলো, মাথার ত্বক তৈলাক্ত হলে প্রতিদিন বা একদিন পরপর চুল ধুয়ে ফেলুন। আপনার মাথার ত্বক যদি স্বাভাবিক বা শুষ্ক হয় তবে সপ্তাহে অন্তত তিনবার চুল ধোয়া উচিত। চুল পড়ার সহজ সমাধান কি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট? হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট একটি কসমেটিক প্রক্রিয়া যেখানে সার্জারি যুক্ত থাকে। অনেকেই নিজের চেহারা বা বাহ্যিক দিক নিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে এটি করেন। যদিও খরচ অনেক, তবুও দৃশ্যমানভাবে সবচেয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারার কারণেই ট্রান্সপ্লান্ট জনপ্রিয়। তবে ডা. পান্থ বলছেন, অনেকেই বুঝতে চান না যে ট্রান্সপ্লান্টের পর যদি চুলের যত্ন নেয়া না হয়, তবে পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে দেখবেন যে প্রাকৃতিক চুল পড়ে যাচ্ছে, আর শুধু ট্রান্সপ্লান্ট করা চুলই টিকে আছে।’ ট্রাইকোলজিস্ট এনিটান আগিডি মনে করেন, ’হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট একেবারে শেষ উপায় হওয়া উচিত। আর এটা সবার চুল পড়ার সমস্যার সমাধান নয়।’ তিনি বলেন, ‘ট্রান্সপ্লান্ট মানে হলো আপনি বাইরে যাচ্ছেন, ঠান্ডা পড়ছে, আর আপনি শুধু একটা জ্যাকেট পরছেন। কিন্তু ভেতরে কিছু না পরায়, কিছুক্ষণ পরেই ঠান্ডা লাগতে শুরু করবে।’

রবিবার আগরতলায় গড়িয়া পূজা কমিটির উদ্যোগে এক বসে আকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শান্তির দ্বীপ' বরাক উপত্যকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে জনতার প্রতি আহ্বান প্রদীপ দত্তরায়ের

শিলচর (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী যে বরাক উপত্যকাকে 'শান্তির দ্বীপ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সেই 'শান্তির দ্বীপ' বরাক উপত্যকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে এখানকার জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংসদে পাস হওয়া এবং পরবর্তীতে আইনে পরিণত হওয়ার পর থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে।

বরাক উপত্যকায়ও এর প্রভাব পড়েছে। ইদানীং এ নিয়ে পুলিশের সাথে সংঘাত ও ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ির মতো দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বরাকের সবাইকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক দত্তরায়।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিবাদ করার অধিকার সবার রয়েছে।

তাই যাঁরা এই আইন নিয়ে অসন্তুষ্ট, তাঁরা সমাবেশ বা সরকারের কাছে স্মারকলিপি অবশ্যই প্রদান করুন। কিন্তু অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা হিংসার আশ্রয় নেওয়া একেবারেই ঠিক নয়।

প্রদীপ বলেন, এটা বুঝতে হবে, কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ঠিক এটাই চাইছে। এ সবের মাধ্যমে দাঙ্গা বাঁধিয়ে তা থেকে রাজনৈতিক লাভ তোলার এক প্রচেষ্টা অবশ্যই চলছে। বিশেষত, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে এ নিয়ে আরও দুরভিসন্ধি চলতে পারে।

তাই তিনি বরাক উপত্যকার জনগণকে কোনওভাবে এই ফাঁদে পা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক আরও বলেন, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী বরাক উপত্যকাকে 'শান্তির দ্বীপ' বলে অভিধা দিয়েছিলেন।

বলেন, এখানে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ভাষিক এবং ধর্মীয় জনগোষ্ঠী এক সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির বজায় রেখে বসবাস করছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই উপত্যকার ঐতিহ্য। এমন-কি, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সারা দেশ জুড়ে গণ্ডগোল চললেও, বরাকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

তাই তিনি কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উস্কানিতে যাতে এখানে শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয় এ ব্যাপারে সবাইকে আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, ওয়াকফ বিলের বিপক্ষে সংসদে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৪০ জন মুসলিম সাংসদ এবং বাকি ১৯২ জন হিন্দু সাংসদ ছিলেন। তাই এক্ষেত্রে মুসলিমরা যে একা হয়ে পড়েছেন তা মোটেই নয়।

মধ্যরাতে গির্জায় প্রার্থনা, ইস্টার সানডে উদযাপন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যরাতে গির্জায় গিয়ে 'ইস্টার প্রার্থনায়" অংশগ্রহণ। এরপর অংশ নেওয়া ইস্টারের র‍্যালিতে। যথোচিত ধর্মীয় মর্য্যাদায় 'ইস্টার সানডে' উদ্‌যাপন করলেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। রবিবার দেশজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হয়েছে ইস্টার সানডে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গির্জায় চলে প্রার্থনা। ইস্টার উপলক্ষ্যে তিরুবনন্তপুরমের পালায়াম সেন্ট জোসেফের ক্যাথেড্রালে মধ্যরাতে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। কেরলের ত্রিশূরের ওলুরের সেন্ট অ্যান্টনির সাইরো মালাবার ফোরেন গির্জায়ও ইস্টারের প্রার্থনা করা হয়। চেন্নাইয়ের নেরকুন্দ্রমের সিএসআই ইমানুয়েল গির্জার ইস্টার ভিজিল প্রার্থনায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যোগ দেন।

জেরুসালেমের গলগাথার রাস্তায় যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যে দিন, সেই দিনকেই 'গুড ফ্রাইডে' বলে থাকেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, এর তিন দিন পরে, রবিবার ফের বেঁচে ওঠেন যিশু। মৃত্যুকে হারিয়ে যিশুর এই পুনরুত্থানকেই 'ইস্টার সানডে' হিসেবে পালন করেন তাঁরা।

তাপমাত্রা ঊর্ধমুখী, বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশই ঊর্ধমুখী। গরম এতটাই বেশি যে, বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্থানের জয়পুরের নাহারগড় জৈবিক পার্কে পশু-পাখি ও অন্যান্যদের প্রাণীদের জন্য জল ছিটানো এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের ভোপালের বন বিহার জাতীয় উদ্যান এবং চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বন বিহার জাতীয় উদ্যান এবং চিড়িয়াখানার পরিচালক অবধেশ মীনা জানিয়েছেন, 'বন বিহারে আমরা নিশ্চিত করেছি, সমস্ত কুলারগুলি কার্যকর অবস্থায় রয়েছে। তাপপ্রবাহ থেকে প্রাণীদের রক্ষা করার জন্য আমরা পর্দাও স্থাপন করেছি। এখানকার প্রাণীরা স্বস্তিতে রয়েছে। সমস্ত জলাশয় নিয়মিতভাবে ভরাট করা হচ্ছে।' শুধু জয়পুর ও ভোপাল নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যের চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষ এখন বিপন্ন, তোপ অনাদি সাহুর

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশ থেকে তৃণমূল এবং বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করলেন সিটুর নেতা অনাদি সাহু। তাঁর বক্তব্য, "শ্রমজীবী মানুষ এখন বিপন্ন। চাবাগান, চটকল, কয়লাখনি, ইস্পাত কারখানার মানুষ আক্রান্ত। দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী সরকার ১৪ বছর ধরে রাজ্যে লুটের রাজত্ব চালাচ্ছে। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে। ৩২ হাজারের চাকরি ঝুলে আছে। ছাত্রযুবরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। রাজ্যের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েছে এই সরকারের নীতির কারণে। গরিবের রোজগার বাড়ছে না। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছেন। শ্রম আইন ভঙ্গ হচ্ছে বার বার। সর্বত্র অস্থায়ী শ্রমিক, কম মজুরিতে কাজ করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। কেন্দ্র শ্রম কর লাগু করতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই, আগুন নিয়ে খেলবেন না।"

বৃষ্টি ও ধসে বিপর্যস্ত রামবান; হড়পা বানে মৃত ৩, ক্ষতিগ্রস্ত বহু বাড়ি

জম্মু, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ভারী বৃষ্টির জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে আচমকা হড় পা বান নামে রবিবার। রামবানের ধর্মকুন্ড গ্রামে সকালে হড়পা বানে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। রবিবার সকালে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে জম্মু ও কাশ্মীরে। ধর্মকুন্ড গ্রামের একটি খালের জল বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছোয়। আচমকাই হড়পা বানের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকেই উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেন। তবে জলের তোড়ে বহু বাড়ি ভেসে গিয়েছে। বাড়িতে বহু গ্রামবাসী আটকে পড়েন। প্রশাসন সূত্রে খবর, ৯০-১০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারের কাজ চলছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, এই দুর্য্যোগের জেরে জম্মু-কাশ্মীরে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তবে স্থানীয় প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। রামবান শহরে শিলাবৃষ্টি, তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া চলছে। বহু জায়গায় ধস নেমেছে। ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক এই দুর্য্যোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ।

মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'রামবানে মর্মান্তিক ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত, যার ফলে জীবন ও সম্পদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। যেখানেই প্রয়োজন সেখানে তাৎক্ষণিক উদ্ধার প্রচেষ্টা নিশ্চিত করার জন্য আমরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আপাতত, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উপরই মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। নাগরিকদের ভ্রমণ পরামর্শ অনুসরণ করার এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অপ্রয়োজনীয় চলাচল এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

বাম ব্রিগেডে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার ব্রিগেডে জনসভা রয়েছে সিপিএমের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের। যাতে কোনও অশান্তি না হয় সেদিকে নজর পুলিশের। কড়া নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, সভাস্থলে মোতায়েন থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ। মিছিলে নজরদারি চালাবে পুলিশ। ব্রিগেড সমাবেশে ইন্সপেক্টর পদমর্য্যাদার ছয়জন আধিকারিক থাকবেন। এসআই ও এএসআই পদমর্য্যাদার আধিকারিক থাকবেন ১২ জন করে। এছাড়া ৮০ জন পুলিশ কর্মী থাকবেন। মহিলা পুলিশ থাকছে ১৫ জন। ডোরিনা ক্রসিং, মেয়ো রোড, চৌরঙ্গি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ৭টি পুলিশ পিকেটিং থাকছে। পার্কিংয়ের জন্য ছয়টি জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাখা হচ্ছে দু'টি অ্যাম্বুল্যান্সও।

জম্মু ও কাশ্মীরে গ্রেফতার মাদক কারবারি , উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মাদক

শ্রীনগর , ২০ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে পুলিশ পোস্টের অধীনে গুগরান রোডে নাকা চেকিং চলাকালীন এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশের তৎপরতার সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে।ধৃতের নাম সদিক আহমেদ বানিয়া, তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়, যা ঘটনাস্থলেই বাজেয়াপ্ত করা হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মাদকচক্রের জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়েতে দুর্ঘটনা, দুই যুবকের মৃত্যু

জম্মু, ২০ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের। ওই দুই যুবক একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন, সেই সময় তাঁদের গাড়ি ও একটি তেলের ট্যাঙ্কারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। নিহতদের মধ্যে হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা বান্টু ডোগরা এবং উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা শুভম শ্রীবাস্তব রয়েছেন বলে জানা গেছে। শনিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ এবং জরুরি বিভাগ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এবং দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শুরু জমায়েত, একাধিক প্রান্ত থেকে ব্রিগেডমুখী মিছিল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার ব্রিগেডে জনসভা রয়েছে সিপিএমের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের। হাওড়া, শিয়ালদহ, হেস্টিংস, এক্সাইড মোড়, সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার, পার্কসার্কাস, মৌলালির কাছে রামলীলা ময়দান ও সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন থেকে মিছিল ব্রিগেডের উদ্দেশে। দুপুর তিনটে থেকে সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তার বেশ কিছুটা আগে থেকেই ব্রিগেডে

কোচবিহারে গ্রেফতার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ফের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হল কোচবিহারে। সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে ওই যুবক এদেশে চলে এসেছিল বলে খবর। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কোচবিহারের শালমারা বাজারে এক অপরিচিত যুবককে ইতস্তত ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। তাকে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তারাই পুলিশকে খবর দেয়। সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জানা যায়, ওই যুবক সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে কোচবিহারে এসেছিল। তার বাড়ি বাংলাদেশের পাগলাবাড়ি গ্রামে। তার থেকে এদেশে বসবাসের কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।

এই জমায়েত মুখ্যমন্ত্রীকে ঘুমোতে দেবে না: নিরাপদ সর্দার

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার ব্রিগেডে জনসভা সিপিএমের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের। সেখান থেকে ক্ষেতমজুর সংগঠনের নিরাপদ সর্দার বলেন, এটা মেহনতি মানুষের ব্রিগেড। এই জমায়েত মুখ্যমন্ত্রীকে ঘুমোতে দেবে না। আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম, জরাজীর্ণ রাজ্য ছিল। আজ কটা স্কুল গুণতে পারবেন? কেন এত স্কুল? আমরা আসলে বুঝেছিলাম, নিজের পেটের ভাত নিজেকেই করতে হবে। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি আপনাদের পথে নামতে হবে। এও বলেন, প্রত্যেকে যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়, তাঁর জন্য লড়াই জারি থাকবে।

রাজ্য ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে যাচ্ছে : অমল হালদার

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্য ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে যাচ্ছে, উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন বামেদের কৃষক নেতা অমল হালদার। রবিবার ব্রিগেডের সমাবেশে অনাদি সাহুর পর অমল হালদার বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেছেন, 'কৃষকেরা বিপন্ন। গোপনে জমি বন্ধক দিতে হচ্ছে। ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফসলের দাম পাচ্ছেন না কেউ। সারের দাম, বীজের দাম বাড়ছে। রাজ্য ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে যাচ্ছে। লড়াই ছাড়া কোনও পথ নেই।'

অমল হালদার জোর দিয়ে বলেছেন, 'অতীতেও বাঁচানোর জন্য লাল ঝান্ডা ছুটে এসেছিল। রাজ্যে কৃষির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ২৬ হাজার চাকরি চলে গেল। অযোগ্যদের বাঁচানোর জন্য যোগ্যদের বলি দিলেন মমতা। চালের দাম চড় চড় করে বাড়ছে। ভাত খেতে পাব আমরা আগামী দিনে? চালও তো আমদানি করতে হবে বাইরে থেকে! জমি কমছে, উৎপাদন কমছে। সরকারের কোনও পরিকল্পনাই নেই। এর পর দুর্ভিক্ষের মতো চিত্র দেখা যাবে। নয়া কৃষিনীতির নাম করে বিপজ্জনক সংস্করণ তৈরি করছেন।"

মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর, নাগপুরে গোলাপি ই-রিক্সা উদ্যোগ শুরু

নাগপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ রবিবার নাগপুরে ৫০টি ই-রিক্সা বিতরণের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের একটি উদ্যোগের সূচনা করেছেন, যার মধ্যে মোট ২০০০টি ই-রিক্সা দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অদিতি সুনীল তাতকরে এবং মেঘনা বোর্দিকারও উপস্থিত ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী অদিতি সুনীল তাতকরে বলেছেন, 'মহিলাদের সুবিধার্থে গোলাপী ই-রিক্সা উদ্যোগ চালু করা হচ্ছে,এবং আজ এর প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

বাম ব্রিগেডের সাফল্য কামনা নওশাদের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): বামেদের ব্রিগেডের সাফল্য কামনা করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর বক্তব্য, বাম ব্রিগেড মানে মেহনতি মানুষের ব্রিগেড। সোশাল মিডিয়ায় তাঁর পোস্ট, "মেহনতি মানুষের ব্রিগেড। সফলতা কামনা করি।"

উল্লেখ্য, এবার সরাসরি সিপিএমের ব্যানারে ব্রিগেড হচ্ছে না। এবারের আয়োজক দলের শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর সংগঠন। ব্রিগেডের সমাবেশের বক্তা তালিকায় সিপিএম নেতৃত্ব ছাড়াও রয়েছেন পার্টির শ্রমিক, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতারা।

দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে চন্দ্রবাবুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রবাবু নাইডুর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'আমার ভালো বন্ধু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু গারুকে শুভেচ্ছা। ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রের ওপর মনোযোগ দিয়ে তিনি যেভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, তা প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।'

বিহারের পশ্চিম চম্পারণে কনস্টেবল খুন, অভিযুক্ত এক পুলিশ কর্মী

পশ্চিম চম্পারণ, ২০ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার বেত্তিয়া পুলিশ লাইনে, একজন কনস্টেবল তার সার্ভিস রাইফেল (এসএলআর) থেকে আরেকজন কনস্টেবলকে গুলি করে খুন করেছে। ঘটনাটি ঘটে ১৯ এপ্রিল (শনিবার) রাত ১০:২০ মিনিট নাগাদ। মৃত কনস্টেবলের নাম - সোনু কুমার।

সদরের এসডিপিও বিবেক দীপ বলেছেন, 'উভয়েই একসঙ্গে কাজ করতেন এবং সম্প্রতি দু''জনেই এখানে বদলি হয়েছেন। কনস্টেবল সর্বজিৎ কুমার জানিয়েছেন, পারিবারিক কিছু সমস্যা ছিল এবং (মৃত কনস্টেবল সোনু কুমারের সঙ্গে) ঝগড়ার সময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মোট ১১টি গুলির খোল এবং ১টি তাজা গুলি উদ্ধার করেছে।'

সুখ ও শান্তি কামনা করে ইস্টারের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে নিজের ফেসবুকে পেজে ইস্টারের শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইস্টারের শুভেচ্ছা। এই আনন্দময় দিবস উদযাপনে আপনারা সর্বদা ঈশ্বরের অন্তহীন ভালবাসাকে স্মরণ করুন। অনাগত দিনগুলিতে আপনাদের হৃদয় শান্তি, আনন্দ ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ফিরোজাবাদে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৬৭

ফিরোজাবাদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলাতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক রাতেই গ্রেফতার ৬৭ জন। শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত চালানো ৫ ঘণ্টার অভিযানে ধরা পড়ে ৬৭ জন অভিযুক্ত। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, রবিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়েছে এবং এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবেভবিষ্যতে।

বামেদের ব্রিগেড নিয়ে খোঁচা কুণালের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): সিপিএমের চার গণসংগঠনের আয়োজিত ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় খোঁচা দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

তিনি এদিন জানান, 'আবার বলছি, যাঁরা আজ সিপিএমের ব্রিগেডে যাবেন, বড় বড় কথা বলবেন, তাঁরা ৯০ শতাংশই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, দিচ্ছেন। সভায় সামান্য কিছু লোক দেখানোটা বড় কথা নয়, এঁরাই ফিরে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দেন। আগেও একাধিকবার এটা ভোটের অঙ্কে প্রমাণিত। ফলে, আজকের ছবির ক্যাপশন: মঞ্চ সিপিএমের, ভোটার বিজেপির। এটা মুখোশধারী রামবামের ব্রিগেড।'

সফল হোক ব্রিগেড সমাবেশ, সাফল্য কামনা অধীরের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি চারটি গণসংগঠনের ডাকে রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশ করছে সিপিএম। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী রবিবার বামেদের ব্রিগেডের সাফল্য কামনা করেছেন। তিনি বলেন, "বামেদের এই ব্রিগেড সফল হোক। এটাই আমি চাই। বামেরা কিন্তু কখনও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেনি।

রবিবার আগরতলায় আরণ্যক জুয়েলারির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ এপ্রিল: গোপন খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহর থানার পুলিশ শিঙ্গিরবিল এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে শুকনো গাজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
ডিএসপি উৎপলেন্দু দেবনাথ সংবাদ মাধ্যমকে জানান উনাদের কাছে আজ বিকেল বেলা গোপন সূত্রে খবর আসে যে টিআর০১-সি - ৩৪৭০ নম্বরের একটি শুকনো গাঁজা বোঝাই গাড়ি ফটিকরায়ের দিক থেকে আসছে। এরপর পুলিশ সিংগিরবিল এলাকায় যাওয়ার পর সেই গাড়িটি আসলে গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৪৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৫০হাজার টাকা। উক্ত গাড়ির চালকের নাম লিটন দাস, যার বাড়ি আগরতলায়। সে সেই শুকনো গাঁজাগুলি শিলচরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।
তবে যাই হোক, পুলিশ লিটন দাস সহ গাড়ি এবং শুকনো গাঁজাগুলি থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে থানার হেফাজতে রয়েছে লিটন দাস। আগামীকাল তাকে থানা থেকে কৈলাসহর জেলা দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে।

আমাদের দলের নেতানেত্রীরা এসেছেন শ্রমিক, কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করতে: মহম্মদ সেলিম

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার ব্রিগেডে জনসভা সিপিএমের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের।
বামেদের ব্রিগেডে বক্তব্য রাখেন মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, আমাদের দলের নেতানেত্রীরা টালিগঞ্জ থেকে বা বলিউড থেকে উঠে আসেন না। তাঁরা এসেছেন শ্রমিক, কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করতে। এও বলেন, লাল ঝান্ডা কোনও কাপড়ের টুকরো নয়। চিটফান্ডের টাকা দিয়ে তা কেনা হয়নি। হিংসা দেখলে ডান্ডা মোটা করতে হবে।

গুয়াহাটি পুলিশের হাতে গ্রেফতার মণিপুরে সশস্ত্র জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত পিএলএ ক্যাডার

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : মণিপুরে জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত 'পিপলস লিবারেশন আর্মি' (পিএলএ)-র এক সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে গুয়াহাটি পুলিশ। গ্রেফতারকৃত জঙ্গিকে মণিপুরের কাকচিং জেলার বাসিন্দা মায়াংলামবাম ববি সিং (৩১) বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।
আজ রবিবার গুয়াহাটি ইস্টের ডিসিপি মৃণাল ডেকা জানান, গজরাজ ইন্টেলিজেন্সের কাছে প্রাপ্ত এক তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল (শনিবার) রাতে বশিষ্ঠ থানার পুলিশ মায়াংলামবাম ববি সিংকে গ্রেফতার করেছে। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি পল্টনবাজারের একটি হোটেলে আত্মগোপন করেছিল। অভিযানের আগের দিন মায়াংলামবাম সিং বেহারবাড়ির অন্য একটি হোটেলে এসে অবস্থান করছিল।
তিনি জানান, মায়াংলামবাম ববি সিং মণিপুরে একাধিক সশস্ত্র সহিংস কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশালগড়ে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলিতে রূপান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ এপ্রিল: ফসল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশালগড়ে কৃষকেরা একই সঙ্গে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করছেন। এছাড়া যেসব জমি কখনও চাষ করা হয়নি, এসব জমিতে শুষ্ক মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে।
সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় কৃষি মহকুমার অধীনে বিশালগড় কৃষি সেক্টরের উদ্যোগে ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয় ও ভারতীয় ডাল গবেষনা কেন্দ্র কানপুর, উত্তরপ্রদেশ এর সহযোগিতায় এই প্রান্তিক কৃষকদের জমি তৈরির সাহায্য , বীজ , সার , জৈব সার জীবাণু সার, জৈব কীটনাশক প্রদান, পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা ও সরকারি উৎসাহ প্রদান করে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করে সবজি , ডাল সরিষা ও বিভিন্ন জাতের ধান করা হচ্ছে।
সরেজমিনে বিশালগড়ে রঘুনাথপুর গ্রাম ঘুরে দেখা যায়, কৃষকেরা আমন ধানের পর প্রায় ১০০ কানি জমি কোনো চাষ করতে পারতো না সেই জমিতে রবি মৌসুমে সরিষা চাষ ও গ্রীষ্ম কালীন মুগ, মাশ কলাই ডাল করে এক ফসল জমিকে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তর করেছে। কৃষিতে খরচ বাড়লেও সারা বছর দপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তায় প্রদান করার ফলে পতিত জমিসহ সব জমিতে চাষ বেড়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিশালগড় কৃষি ও উদ্যান মহকুমায় কৃষি ও উদ্যান মিলিয়ে ১০ হাজারের উপর কৃষকের একাউন্টে সরাসরি আর্থিক সহায়তায় প্রদান করা হয়েছে।
কৃষক রুস্তম মিয়া বলেন, আমি গত তিন বছর ধরে আমার ৩ কানি জমিতে আমন মৌসুমে ধান চাষ করতাম। এ জমি গুলো কয়েক বছর আগেও বাকি মৌসুমে পতিত ছিল। এখন সরিষা , ডাল , গম, অসময়ে ফুল কফি বাধা কফি চাষ করছি।
কৃষক মনীষ দেব বলেন, আমি আগে আমার জমিতে শুধু আমন ধান চাষ করতাম। আমন চাষ করে আমার পরিবারের খাদ্যের চাহিদায় ঘাটতি থাকতো। পরে একই জমিতে গত বছর থেকে শীত কালে সরিষা ও গ্রীষ্ম কালীন ডাল চাষ ও কিছু জমিতে ফুল চাষ করছি। তিনি আরো জানান এই গ্রামে কৃষকদের জল সেচের পাম্প , স্প্রে মেশিন , প্রশিক্ষন কর্মশালা আয়োজন করছে কৃষি বিভাগ ত্রিপুরা সরকার। মোট ২১০০০ টাকার সরিষা বিক্রি করেছি, ডালের ফলন ভালো হবে বলে আশা করি।
লক্ষীবিল গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এক দশক আগেও আমন মৌসুমের পর বিস্তীর্ণ ফসলি জমি পড়ে থাকত অনাবাদি। কিন্তু এখন দৃশ্যপট পাল্টাচ্ছে। এসব জমিতে আমনের পরেই ফলছে বোরো, তিল সহ বিভিন্ন মৌসুমি সবজি। আধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার, উন্নত চাষ পদ্ধতি, জৈব কীটনাশক ও সারের ব্যবহার , উন্নত কীটনাশক ও উন্নত জাতের বীজের কারণে এলাকার এক সময়ের এক ফসলি জমি পরিণত হচ্ছে দুই ও তিন ফসলি জমিতে। আত্মা প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তায় ভালো বীজ প্রদান করা হচ্ছে। মোট ৩০ কানি জমিতে তিল চাষ হচ্ছে এই গ্রামের পতিত জমিতে।
মধ্য লক্ষীবিল গ্রামের কৃষক বাদল রায় বলেন, 'আমন ধানের পরে জমি পতিত থাকতো। কৃষি বিভাগের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সেই জমিতে মোট ১৬ জন কৃষক ২০ কানি জমিতে কাউন চাষ করছে। এখন ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায়।
চম্পামুড়া গ্রামের কৃষক মানিক লস্কর বলেন, 'ধান চাষ করে বছরের খোরাগ ব্যবস্থা হতো। ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয় ও কৃষি বিভাগের এর সহযোগিতায় এখন ধানের পাশাপাশি বারো মাস সবজি চাষ , ফুল পেঁয়াজ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে কৃষকরা এমনটাই জানা গেছে।মোট ১৬ জন কৃষক চম্পামুড়া গ্রামে ২ হেক্টর জমিতে প্রথম বারের মত ফুল চাষ করেছে কৃষি ও উদ্যান বিভাগ থেকে প্রশিক্ষন, আর্থিক সাহায্য পেয়ে।
গকুলনগর গ্রামের কৃষকঃ হরিসাধন রায় বলেন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে খাল-ডোবা-পুকুর শুকিয়ে যাওয়ায় জলের অভাব দেখা দেয়। কৃষি আধিকারিকের পরামর্শ অনুযায়ী কাউন চাষ করেছি যাতে জলের প্রয়োজন কম ও ভালো বাজারমূল্য আশা করছি।
কৃষি কর্মকর্তা এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ওনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে এ অঞ্চলের অনেক পতিত জমি চাষের আওতায় এসেছে। পর্যাপ্ত সেচ থাকলে আরও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে। সেচ দপ্তর ডি টি ডাব্লিউ, কৃষি বিভাগ পুকুর , পাম্প মেশিন প্রদান করছে। বিভিন্ন মোটর চালিত সেচ ব্যবস্থা অর্থাৎ লিফট ইরিগেশন মেরামত করা হচ্ছে। কৃষকরা পতিত জমিতে সরিষা, ডাল , কাউন , তিল সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করছেন। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে আত্মা প্রকল্প, আর কে ভি ওয়াই, ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশন, ফুড অ্যান্ড নিউট্রি সিরিয়েল , কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, রাজ্য পরিকল্পনা কৃষি ও উদ্যান , এম আই ডি এইচ প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তায় প্রদান ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
পাল্টে বিশালগড় এলাকার আবাদি জমির চিত্র। ধীরে ধীরে কমছে অনাবাদি, পতিত জমি। প্রায় সব জমি আসছে চাষের আওতায়। পরিণত হচ্ছে তিন ফসলি জমিতে। প্রশিক্ষণ আর পৃষ্ঠপোষকতা এই ভাবে বজায় থাকলে এসব জমির ফসলের উৎপাদন বাড়বে। এতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে কৃষক। সমৃদ্ধ হবে কৃষি অর্থনীতি।

জুয়া বিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: জুয়া বিরোধী অভিযানে জুয়ার সামগ্রী সহ ১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ। লেফুঙ্গা থানাধীন মাইকর গ্রামের গড়িয়া বাজার এলাকায় গড়িয়া মেলাকে কেন্দ্র করে বসা জুয়ার আসরে লেফুঙ্গা থানার ঝান্ডি-মুন্ডা জুয়া বিরোধী অভিযানে জুয়ার সামগ্রী, নগদ ৩ হাজার টাকা সহ গ্রেফতার করা হয় এক জুয়াড়িকে।
এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। এই জুয়া বিরোধী অভিযান নিয়ে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস জানান, মাইকর গ্রামের গড়িয়া বাজার এলাকায় গড়িয়া মেলাকে কেন্দ্র করে চলছে ঝান্ডি মুন্ডা জুয়ার আসর।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জুয়া বিরোধী অভিযান চালায় এবং জুয়ার সামগ্রী সহ উত্তম দেববর্মা সহ এক জুয়াড়িকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, জুয়া খেলার জন্য কোনো অনুমতি থানা দেয় না। আগামীদিনেও মেলাকে কেন্দ্র করে কোনো প্রকার জুয়ার অনুমতি নেই এবং যারা মেলার আয়োজন করে থাকেন তারা যেন কোনো প্রকার জুয়ার আসর বসানো থেকে বিরত থাকেন এই বার্তা দেন ওসি সহদেব দাস।

গুরু চুরির অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর
করছে প্রশাসন। ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ধৃতদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি, সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করতে হবে, নইলে এমন ঘটনা ফের ঘটতে পারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিএসএফের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

গভর্নমেন্ট মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে রক্তদান শিবির, অংশ নিলেন ৪৫ জন

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: গভর্নমেন্ট মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আজ আগরতলা জিবি হাসপাতালের অডিটোরিয়াম হলে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন মজুমদার, অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক উৎপল চাকমা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
রক্তদান শিবিরে এদিন মোট ৪৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং রক্তদানের গুরুত্ব ও মানবিক দিকটি সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রক্তদান জীবন বাঁচায়এটা শুধু স্লোগান নয়, বাস্তব সত্য।
এছাড়া মেয়র রক্তদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেয় এবং ভবিষ্যতেও আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করবে। পাশাপাশি তিনি আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। আগামী দিনেও সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মেয়র।

জুয়ার আসরকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডা, অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: জুয়াকে কেন্দ্র করে লঙ্কাকান্ড। ভাঙচুর হল একাধিক দোকানপাট। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়ন করা হল একাধিক পুলিশ কর্মী। ঘটনা খোয়াই থানার অন্তর্গত পূর্ব রামচন্দ্রঘাট বাজারে। জুয়া কান্ডের মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দাস নামের বিএসএফ জওয়ান বলে অভিযোগ। তার বাড়ি পূর্ব রামচন্দ্রঘাট বাতাপুড়া এলাকায়। বর্তমানে আগরতলা শালবাগানে কর্মরত রয়েছেন। শনিবার রাতে বিশ্বজিৎ দাস (বিএসএফ) আগরতলা থেকে বাড়ি ফিরে পূর্ব রামচন্দ্রঘাট বাজারের জনৈক বিমলের দোকানে আইপিএল খেলাকে কেন্দ্র করে জুয়ার আসর বসায় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি স্থানীয়দের নজরে আসলে বাঁধা দিতে গেলেই শুরু হয় বাকবিতন্ডা। একটা সময় হাতাহাতিতে পরিণত হয়। ফলে বিশ্বজিৎ দাস অল্পবিস্তর আহত হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন বাজার কমিটির সম্পাদক সমীর চৌধুরী। অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দাসের বিরুদ্ধে জুয়াকে কেন্দ্র করে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে বলে দাবী করেছে বাজার কমিটি। পরবর্তী সময়ে বিশ্বজিৎ দাসের বাবা প্রদীপ দাস তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বাজারে জিতেন দেবের মিষ্টির দোকান সহ একাধিক দোকানে আচমকা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে বিশ্বজিৎ দাসের বাবা প্রদীপ দাসের অভিযোগ তিনি কংগ্রেস করেন। এই অপরাধে পূর্বপরিকল্পিতভাবে তার ছেলেকে মারধর করে বাজারের শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে খোয়াই থানার পুলিশ।

জলমগ্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, দ্রুত সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: রবিবার সকালে অল্পবর্ষনে জলমগ্ন হয়ে একাকার ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোবিন্দ ত্রিপুরাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র। জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার গাফিলতি ও অবৈজ্ঞানিকভাবে রাস্তা নির্মাণ করার ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে গোবিন্দ ত্রিপুরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটি। এমনই অভিযোগের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে গোটা এলাকায়। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক নির্মাণ নিয়ে নিম্মমানের কাজের অভিযোগও উঠছে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে। ঋষ্যমুখ বিধানসভার এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত গোবিন্দ ত্রিপুরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটি। কোন হেলদোল নেই প্রশাসনের। একদিকে যেমন জলমগ্ন হয়ে পড়ছে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র তেমনি এডিসি এলাকার কচিকাঁচা শিশুরা প্রাথমিক পাঠ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যার ফলে এডিসি এলাকা বাসীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।
এডিসি এলাকার গরীব উপজাতি ছোট ছোট কচিকাঁচা শিশুরা প্রাথমিক পাঠ নেওয়ার জন্য এই গোবিন্দ ত্রিপুরা পাড়াতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটি গড়ে উঠে। বর্তমানে অল্প বর্ষনে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটি। এমনিতেই বর্ষার মরশুম। ভারী বর্ষণে এই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র জলের তলায় ডুবে যাবে। অনিশ্চয়তার মধ্যে পরে থাকবে এই কেন্দ্রের কচিকাঁচা পড়ুয়াদের পাঠ নিয়ে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত

● প্রথম পাতার পর
হচ্ছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর, যেখানে ভারতের একটি টার্মিনাল ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। ২০২৭ সালের জুনে সমাপ্তির লক্ষ্যে থাকা ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেল সম্প্রসারণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন গত বছর পর্যন্ত ৫০ শতাংশের নিচে ছিল। ১৬০০ কোটি টাকার ভারতীয় সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কথা, যদিও অর্থ ছাড় নিয়ে সমস্যার কথাও উঠে এসেছে।
এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভারত তার দৃষ্টিভঙ্গি ঘুরিয়ে এনেছে অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ও বিকল্প আঞ্চলিক সংযোগ পথ অনুসন্ধানে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে লাইনের ডাবলিং ও কোয়াড্রুপলিং প্রকল্প শুরু হয়েছে, যা সিলিগুড়ি করিডোরে রেল চলাচলের সক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়া, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বিদ্যমান রেল চুক্তির ভিত্তিতে নতুন সংযোগ পথের পরিকল্পনাও চলছে।
যেমন, পূর্বের পরিকল্পনায় ছিল ১৯০ কিমি নতুন রেলপথ নির্মাণ বিরাটনগর — নিউ মাল পর্যন্ত এবং ১২.৫ কিমি নতুন লাইন গালগালিয়া — ভদ্রপুর — কাজলী বাজার সেকশনে। 'চিকেনস নেক' অঞ্চলে উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে উত্তরবঙ্গের কুমেদপুর — আমবাড়ি ফালাকাটা অংশে ১৭০ কিমি নতুন রেলপথ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে সংযোগ উন্নয়নে আরও ২৫ কিমি রেললাইন নির্মাণ করা হবে।

জন অধিকার সংগ্রাম

● প্রথম পাতার পর
ছিল তার দ্বিগুণ। প্রশাসনের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির তুলনায় কর্মসূচির প্রভাব ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন। তবে জন সমাগমের অভাবে এই কর্মসূচি কতটা কার্যকর হলো, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যেই দিন শেষে কার্যত নিষ্প্রভ ছিল এই প্রতিবাদ সভা।

গড়িয়া পূজা উপলক্ষে

● প্রথম পাতার পর
জন্য শুভ শক্তি হিসেবে পূজিত হন। ভক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক এই পূজা ও উৎসব।" এই পূজা ও উৎসব সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর জীবনে আনন্দ, ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ বজায় রাখবে বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেছেন।

গড়িয়া
রাজ্যজুড়ে উৎসবের আমেজ

● প্রথম পাতার পর
ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ পূজার্চনা ও মেলার আয়োজন। তবে কাটাখালে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের কারণে এ বছর মেলার পরিসর কিছুটা ছোট করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।
গড়িয়া পূজা উপলক্ষে রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ ঐতিহ্য মেনে বাবাগড়িয়ার আরাধনায় মেতে উঠছেন। তাঁদের বিশ্বাস, গড়িয়া দেবতার আশীর্বাদে ফসল ভালো হয়, পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি আসে।
উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হবে এই ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজা। শান্তি ও সৌহার্দ্যের বার্তা নিয়েই এবারও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাজবে উৎসবের ঢাক।

প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর
মহিলা গায়ত্রী মুন্ডা বিবাহিত। তিনি সিমনা শরৎ চৌধুরী ভিলেজের অভিরাম পাড়ার বাসিন্দা গোপেশ মুন্ডার স্ত্রী। অপরদিকে, যুবকের নাম সাজু সাঁওতাল, যিনি সিমনার সুন্দরটিলা এলাকার বাসিন্দা এবং অবিবাহিত। স্থানীয়দের দাবি, গায়ত্রী ও সাজুর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে উভয় পরিবারই এই সম্পর্ক মেনে নিতে নারাজ ছিলেন। যার ফলে মানসিক চাপে পড়ে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।
সুন্দরটিলা ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মোহনপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে প্রেমঘটিত কারণে আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য

● প্রথম পাতার পর
হয়ে থাকে। এতে কাজের অনেক ক্ষতি হয়। নির্বাচনে স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মী, আরক্ষা কর্মী সহ সংশ্লিষ্ট বহু কর্মীকে নিয়োজিত করতে হয়। যেকারণে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়। নির্বাচনের কারণে অধিক জনবলের প্রয়োজন হচ্ছে। আর জনবল না থাকলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন থমকে যায়। তাই এক দেশ এক নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। এই দাবি জোরালোভাবে করা উচিত।
আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে একযোগে নির্বাচন হলে আর্থিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক সাশ্রয় হবে। সেই সঙ্গে প্রশাসনিক কার্যকারিতাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। অথচ ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলেছিল। কিন্তু মাঝখানে সমস্যা হয়। তাই সেই প্রক্রিয়াকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের সবাই মিলে এটাকে সমর্থন করতে হবে। এক্ষেত্রে আইনজীবীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। আজকে এখানে যে আয়োজন করা হয়েছে এরজন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। এটা আরো অনেক আগে করা প্রয়োজন ছিল।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং তিনি তা পূরণ করছেন। তিন তালাকের ক্ষেত্রে আমরা অনেককে কুম্ভীরশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। অনেকে বলেছিলেন এতে দাঙ্গা তৈরি হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। আমাদের কাছে শুধু একজন হিম্মতওয়ালা ও একজন সত্যিকারের নেতা - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দু''জন সত্যিকারের নেতা রয়েছেন - অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
ডাঃ সাহা বলেন, অনেকে ওয়াকফ সম্পর্কে কথা বলেছেন। কিন্তু তারা কী করেছে? অবৈধভাবে কোনও জমি দখল, সরকারি জমি দখল করে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে দাবি করা হয়। তাই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটিকে সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এখন এটি ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫ এ পরিণত হয়েছে। তবে কিছু লোক সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী সবসময় জনগণের কল্যাণে কাজ করছেন। তিনটি ফৌজদারি আইনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং এখন যে কেউ যে কোনও থানায় গিয়ে এফআইআর ফাইল করতে পারেন। এক দেশ, এক নির্বাচন অনেক দেশে প্রয়োগ করা হয়, তবে কেন আমাদের দেশে নয়? আমাদের লক্ষ্য বিকশিত ভারত গড়ে তোলা। আর বিরোধীরা যেসব দাবি করছেন তার কোনও ভিত্তি নেই। তারা শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাজনীতি করছে।
এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিজেপির সহ সভাপতি সুবল ভৌমিক, সমাজ কর্মী ডাঃ অশোক সিনহা সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

● আটের পাতার পর
জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রয়েছে মৃত বাইক চালক কৃষ্ণ দেববর্মার দেহ। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে। এদিকে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক এবং গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের

● আটের পাতার পর
কেনার সুযোগও থাকছে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে, প্রেস প্রিভিউ-তে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় টলিউড অভিনেত্রী- ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, জনপ্রিয় অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা এবং রূপক সাহা।
এই প্রতিষ্ঠানের অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল সোনা ও হিরের গয়না আজ সবার সামনে তুলে ধরা হয়।
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন ,"শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সবসময় আমার নিজস্ব স্টোর। আমার এবং আমার মায়ের অধিকাংশ জুয়েলারি এখান থেকেই নেওয়া ন আমার মায়ের ট্র্যাডিশনাল জুয়েলারি সাথে শক্তিরূপেনী কালেকশন খুব পছন্দ ছিলো, আর আমার সব সময়ের পছন্দের হলো শ্যাম সুন্দরের নিজের তৈরি এক্সক্লুসিভ আদি-কৃতি, বিষ্ণুপুর এবং সমুদ্র কালেকশন"।
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সমস্ত গ্রাহক বন্ধুদের শুভ নববর্ষ ও অক্ষয় তৃতীয়ার অনেক শুভেচ্ছা জানান প্রখ্যাত অভিনেতা ইন্দ্রনীল, এবং সেই সঙ্গে এই উৎসবকে আরও উজ্জ্বল ও আনন্দময় করারও কামনা করেন।
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন- "প্রকৃতির অক্ষয় সম্পদে আমরা সবাই ধনী। অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য দিনে সবাই মিলে চাইবো আমাদের প্রকৃতি সহ সব সম্পদ অক্ষয় থাকুক। তাহলেই আমাদের জীবনে সত্যিকারের সমৃদ্ধি ও শান্তি আসবে।"
""'আমরা সবাই জানি, সোনা খুবই শুভ ধাতু। তাই এরকম শুভ দিনে সোনা কিনে তার উজ্জ্বল ছটা আমাদের জীবনে, পরিবারে পবিপূর্ণ করতে সকলেই চাই। এতে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি আসে। এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় হিরে ও সোনার নতুন নতুন কালেকশনে আমাদের শোরুম ঝলঝল করছে। এছাড়া প্রতিবছরের মতো প্রচুর উপহার ও অফারও থাকছে।" -জানালেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা।
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফারটি ২২ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরার (আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুর) ও কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসত) সব কটি শোরুমেই চলবে। সব ধরনের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হবে। এছাড়া এই সময় সব শোরুমই পূর্ণ দিবস খোলা থাকবে।
রাজ্যবাসী কে নতুন বছর ও অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে ও সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

খেলাধুলা

মৌচাককে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকে সাফল্যের লক্ষ্যে এগুচ্ছে শতদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয়ের হ্যাটট্রিক শতদল সংঘের। ভাইটাল ম্যাচে ছয় উইকেটে দারুন জয়। সাফল্যের লক্ষ্যে শতদল সংঘের জন্য এই জয়টার যথেষ্ট আবশ্যকতা ছিল। মৌচাককে ছয় উইকেটে হারিয়ে একদিকে জয়ের হ্যাটট্রিক এবং অপরদিকে পঞ্চম ম্যাচের মাথায় চতুর্থ জয় প্রাপ্তির সুবাদে সাফল্যের লক্ষ্যে কসমোপলিটন, ওপিসি-র মতো নিজেদের অবস্থান এবং প্রত্যাশা অনেকটা জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেটের। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে শতদলের বিধ্বংসী বোলার পার্থ চন্দনের ছোবলে অনেকটা দ্রুত ভেঙে পড়ে। প্রত্যাশিত রান পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেনি। ২৪.৪ খেলে মৌচাক ৭৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়।জবাবে শতদল সংঘ ব্যাট করতে নেমে ১৮.২ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শতদল সংঘের হর্ষবর্ধনের ৩৭ রান এবং শামসের যাদবের ২৫ রানের পাশাপাশি মৌচাক ক্লাবের সিকান্দর কুমারের ১৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে শতদলের পার্থ চন্দন ১৭ রানের বিনিময়ে একাই ছয়টি উইকেট তুলে নেয়। এর সুবাদে মৌচাক অল্পরানে থামতে যেমন বাধ্য হয়, তেমনি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া, ভিকি সাহা ১৮ রানে দুইটি এবং মৌচাকের সিকান্দর কুমার ২৬ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

গুয়াহাটিতে ১ম লিটল মাস্টার্স ট্রফি-তে সিকিমকে হারিয়ে দারুন সূচনা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্রেষ্ঠাংশুর দুর্দান্ত সেঞ্চুরির সঙ্গে দলের সমৃদ্ধ স্কোর। সব মিলে দারুন সূচনা ত্রিপুরা দলের। জয় দিয়ে দুর্দান্ত শুরু ত্রিপুরা দলের। প্রথমবারের মতো আয়োজিত উত্তর-পূর্ব লিটল মাস্টার্স ট্রফি অনূর্ধ ১৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের খেলায় ত্রিপুরা দল ২০৭ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে সিকিম রাজ্য দলকে।

উত্তর গুয়াহাটিতে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরুতে ত্রিপুরা দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা ২৯৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু দেব-এর ১৩৭ রানের পাশাপাশি অভয় দেবের ৪৪ রান এবং শ্রীমন দেবনাথ এর ৩৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য।

শ্রেষ্ঠাংশ ১২২ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিকিম দলের ব্যাটার্সরা অধিকাংশই রানআউটের শিকার হন। তবে অধিনায়ক শ্রীমান দেবনাথ চার রানে এবং রিহান আক্তার ১২ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। শুভজিৎ কুরী পেয়েছে একটি উইকেট। ২৬.৫ ওভার খেলে ৮৭ রানে সিকিমের ইনিংস গুটিয়ে যায়। ২০৭ রানের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরা জয়ী হয়। অনবদ্য সেঞ্চুরির সুবাদে শ্রেষ্ঠাংশু পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

'বাগানে ঘুরতে এসেছিস!' সতীর্থদের কেন এ কথা বলেছিলেন, ১৪ মাস পরে ব্যাখ্যা দিলেন রোহিত

গত বছর ইংল্যান্ড সিরিজে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল রোহিত শর্মার একটি উক্তি। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন সতীর্থদের বকা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বাগানে ঘুরতে এসেছিস নাকি!' সেই মন্তব্য পরে বিভিন্ন ক্রিকেটার বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন। ১৪ মাস পরে সেই মন্তব্যের আসল কারণ ব্যাখ্যা করলেন রোহিত।রোহিতের সেই মন্তব্যের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল দ্রুত। পরে যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদবের মতো ক্রিকেটারেরা তা নিয়ে মজাও করেছিলেন। বাগানে হাঁটার ছবি পোস্ট করে যশস্বী লিখেছিলেন, ''বাগানে ঘুরতে এসেছি।'' সূর্যকুমার পাল্টা লিখেছিলেন, ''বাগানে ঘুরতে গেলে জানিস তো কী হবে...।''সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রোহিত বলেছেন, ''ভাইজাগে খেলা ছিল। একটা ওভার শেষ হওয়ার পর দেখলাম ক্রিকেটারেরা এমন ভাবে হাঁটাচলা করছে যেন বাগানে ঘুরতে এসেছে। কেউ দৌড়চ্ছে না। কারও মধ্যে কোনও তাড়া নেই। আমি স্লিপে ফিল্ডিং করছিলাম। দু'দিক থেকেই স্পিনারেরা বল করছিল। হালকা সুতোর উপর ঝুলছিল ম্যাচটা। ওই ম্যাচে আমাদের জিততেই হত। সকালেই সবাইকে বলেছিলাম যে বাড়তি উদ্যোগ দেখাতে হবে। সেখানে ওরা মাঠে মজা করতেই ব্যস্ত ছিল।'' রোহিত আরও জানিয়েছেন, কী ভাবে সেই সময় উইকেটের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছিলেন তাঁরা। বলেছেন, ''আনি দু'-তিন ওভার দেখার পর ঠিক করেছিলাম, এ ভাবে চলতে পারে না। এ ভাবে ক্রিকেট খেলা যায় না। ওদের আচরণ দেখে রাগ হয়ে গিয়েছিল। তখনই ওদের ধমকে বলেছিলাম এমন কাজ না করতে। একটা জুটি চলছিল।উইকেট পাওয়ার জন্য মরিয়া ছিলাম। তখন ওদের ওই আচরণ দেখে ভাল লাগেনি।''

২০৩০ সালে ৬৪টি দেশকে নিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপ? সম্ভাবনা ওড়ালেন উত্তর আমেরিকার ফুটবল প্রধান

২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ হতে পারে ৬৪টি দেশকে নিয়ে। এমন জল্পনা চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। বিশ্বকাপ ফুটবলের শতবর্ষ বিশেষ ভাবে উদ্যাপন করার লক্ষ্যে এমন ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল বিভিন্ন সূত্রে। সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন উত্তর আমেরিকার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা কনকাকাফ সভাপতি ভিক্টর মন্টাগলিয়ানি।৬৪টি দেশকে নিয়ে ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব প্রথম দিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা কনমেবল সভাপতি আলেজান্দ্রো ডোমিংয়েজ।তার পর থেকেই শুরু হয় জল্পনা।

যদিও ফিফা এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি। ডোমিংয়েজের সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবে বলে মনে করেন না মন্টাগলিয়ানি। কনকাকাফ সভাপতি বলেছেন, "পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপের দল সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ করা হবে বলে বিশ্বাস হয় না। ফুটবলের জন্যও বিষয়টা ভাল হবে না। জাতীয় দল, ক্লাব ফুটবল বা ফুটবলারদের জন্যও এটা ঠিক হবে না।" ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে খেলবে ৪৮টি দেশ। তার চার বছর পরই দেশের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ করলে বিশ্বকাপের মান বজায় রাখা কঠিন হবে বলেও মনে করেন মন্টাগলিয়ানি। কনকাকাফ সভাপতি বলেছেন, "৪৮ দলের বিশ্বকাপই এখনও হয়নি। দল বৃদ্ধির পর কেমন বিশ্বকাপ হচ্ছে, তা না বুঝেই দলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার তো মত নেই। ২০৩০ সালেও ৪৮টি দেশকে বিশ্বকাপ আয়োজনের পক্ষে আমি।" শুধু তিনিই নন। ৬৪টি দেশের বিশ্বকাপের পক্ষে মত নেই এএফসি, উয়েফারও। এ ভাবে দেশের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি করলে এর পর ১৩২টি দেশকে নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের দাবি উঠবে বলে মনে করেন এএফসি সভাপতি শেখ সলমন বিন ইব্রাহিম আল খলিফা।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে দর্শকদের জন্য পাখা, সানস্ক্রিন! গুজরাত-দিল্লি ম্যাচে বিশেষ ব্যবস্থা

দুপুর রোদে খেলতে নামবেন লোকেশ রাহুল, শুভমন গিলেরা। শনিবার অহমদাবাদে সেই সময় তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই গরমে খেলা দেখতে আসা সমর্থকদের জন্য বিশেষ পাখা এবং সানস্ক্রিনের ব্যবস্থা করল গুজরাত টাইটান্স। শনিবার গুজরাতের ঘরের মাঠে খেলা। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ দেখতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্য বিশেষ পাখা, সানস্ক্রিনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে দেওয়া হবে খাওয়ার জল, ওআরএস। থাকছে ওষুধের ব্যবস্থাও।গুজরাত-দিল্লি ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ৩.৩০ থেকে। বিকেল ৪টের সময় তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আর্দ্রতা থাকবে ১৪ শতাংশ। এমন অবস্থায় খেলা যেমন কঠিন, তেমনই কষ্টকর ম্যাচ দেখাও। সেই কারণেই দর্শকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার ভাবনা গুজরাতের। গুজরাত পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দিল্লি রয়েছে শীর্ষে। শনিবার গুজরাত জিতলে এক নম্বরে পৌঁছে যাবে। দিল্লি ৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়েছে। গুজরাত ৬ ম্যাচে পেয়েছে ৮ পয়েন্ট। অহমদাবাদে এর আগে তিনটি ম্যাচ খেলছে গুজরাত। জিতেছে দু'টিতে।

না খেলেও আইপিএলে শাস্তি!

বুধবার আইপিএলে রাজস্থানকে সুপার ওভারে হারিয়েছে দিল্লি। মিচেল স্টার্কের দু'টি ওভার হিসাব বদলে দিয়েছে। তবে জিতেও শাস্তি নেই দিল্লির। ম্যাচের পর শাস্তি পেয়েছেন দলের বোলিং কোচ মুনাফ পটেল। তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় বোর্ড জানিয়েছে, আইপিএলের শৃঙ্খলাবিধির ২.২০ ধারা ভেঙেছেন মুনাফ। খেলার স্বার্থের পরিপন্থী, এমন কাজের জন্যই এই শাস্তি দেওয়া হয়। মুনাফ নিজে এই শাস্তি মেনে নিয়েছেন। কী কারণে মুনাফ এই শাস্তি পেয়েছেন তা বোর্ডের তরফে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

তবে সূত্রের খবর, ম্যাচের মাঝে চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করার জন্যই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। দলের দ্বাদশ ব্যক্তিকে জল নিয়ে মাঠে পাঠাতে চেয়েছিলেন মুনাফ। আসল উদ্দেশ্য ছিল ক্রিজে থাকা ব্যাটারদের উদ্দেশে বার্তা পাঠানো। তবে চতুর্থ আম্পায়ার অনুমতি দেননি। তখনই তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন মুনাফ। তাঁকে হাত দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।এ বছরই দিল্লিতে যোগ দিয়েছেন মুনাফ। তবে আইপিএলে কোনও দিন দিল্লির হয়ে খেলেননি। রাজস্থান, মুম্বই এবং অধুনালুপ্ত গুজরাত লায়ন্সের হয়ে খেলেছেন। ৬৩টি ম্যাচে ৭৪টি উইকেট রয়েছে তাঁর। তবে বার বার চোট পেয়েছেন। সে কারণে ক্রিকেটজীবন দীর্ঘায়িত হয়নি।ভারতের হয়ে ১৩টি টেস্টে ৩৫টি উইকেট নিয়েছেন। ৭০টি এক দিনের ম্যাচে ৮৬টি উইকেট নিয়েছেন। ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন মুনাফ।

ফুটবল রেফারিদের ফিটনেস টেস্ট ২৮ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২৮ এপ্রিল, রবিবার সকাল সাতটায় আগরতলা স্থিত বাধারঘাট স্টেডিয়ামে সকল সিনিয়র এবং লেভেল- ৬ ফুটবল রেফারীদের ফিটনেস টেস্ট নেওয়া হবে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা রেফারী এসোসিয়েশনের যৌথ সহযোগিতায়। ফিটনেস টেস্টের দায়িত্বে থাকবেন শুভেনজিৎ সিনহা এন আই এস কোচ শুভেনজিৎ সিনহা। তাই সকল সিনিয়র ও লেভেল -৬ পুরুষ ও মহিলা রেফারীদেরকে এদিন যথা সময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করেছেন রাজ্য রেফারি সংস্থার সম্পাদক নারায়ণ দে। যারা বিভিন্ন সাব -ডিভিশনের রেফারী আছেন তারা আগামী ২৭ এপ্রিল শনিবার রিপোর্ট করবেন। সন্ধ্যা ৮ টার মধ্যে কোথায় রিপোর্ট করবেন তা খুব তাড়াতাড়িই জানিয়ে দেওয়া হবে। রেফারীদেরকে কোনও টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।রেফারীদের থাকার ব্যবস্থা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরকেই বহন করতে হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

আজ দিল্লিকে হারালেই শীর্ষে গুজরাত

দলগত সংহতিতে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা। এই ফর্মুলাতেই প্লে-অফের পথে এগিয়ে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ৬টি খেলে পাঁচটিতে জয়। ১০ পয়েন্ট নিয়ে অক্ষর প্যাটেলরা আপাতত শীর্ষে। ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে গুজরাত টাইটান্স। সমসংখ্যক ম্যাচে শুভমান গিলদের ঝুলিতে ৮ পয়েন্ট। নেট রানরেটে অবশ্য দিল্লির থেকে এগিয়ে গুজরাত। শনিবার ঘরের মাঠে অক্ষরদের হারাতে পারলেই শীর্ষস্থান দখল করবে গিল বাহিনী।গত ম্যাচে রাজস্থানকে সুপার ওভারে হারিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। স্বভাবতই ক্রিকেটারদের মনোবল তুঙ্গে। দিল্লির ব্যাটিংয়ে বড় ভরসা লোকেশ রাহুল। দুরন্ত ফর্মে তারকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। পাশাপাশি বাঁ হাতি ওপেনার অভিষেক পোড়েল পাওয়ার প্লে'তে ঝড়ের গতিতে রান তুলছেন। সমস্যা অবশ্য যে একেবারে নেই তা নয়। আর এক ওপেনার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক ফর্ম হাতড়াচ্ছেন। গুজরাতের বিরুদ্ধে তিনি বাদ পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দিল্লির মিডল অর্ডার শক্তিশালী। ক্যাপ্টেন অক্ষর প্যাটেলের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বড় ফারাক গড়ে দিতে পারেন। ভরসা জোগাচ্ছেন ট্রিস্টান স্টাবস। করুণ নায়ারের আগমনে টপ অর্ডার আরও শক্তিশালী হয়েছে। দিল্লির বোলিংও খারাপ নয়। তবে শুরুতে মিচেল স্টার্ক কিংবা মুকেশ কুমার তেমন ঝাঁকুনি দিতে পারছেন না। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের বাউন্ডারি যেহেতু বড়, তাই স্পিনাররা অ্যাডভান্টেজ পাবে। সেক্ষেত্রে বিপরাজ নিগম ও কুলদীপ যাদব কিন্তু চাপে রাখতে পারেন গুজরাতের ব্যাটসম্যানদের।দিল্লির বিরুদ্ধে গিলদের বাড়তি সুবিধা হল হোম অ্যাডভান্টেজ। তবে আমেদাবাদে এখন প্রচণ্ড গরম। তার উপর খেলা হবে দুপুরে। তাই দর্শকরা কতটা মাঠমুখী হবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। গুজরাতের ব্যাটিংয়ের বড় ভরসা সাই সুদর্শন ও ক্যাপ্টেন শুভমান গিল। শুরুতে ধাক্কা খেলে তা সামলে ওঠার দায়িত্ব নিতে হবে জস বাটলারকে। মিডল অর্ডারে ওয়াশিংটন সুন্দরকে গুঁজে দিয়ে ফাটকা খেলেছিল গুজরাত। কিন্তু গত ম্যাচে তা কাজে আসেনি। শেরফানে রাদারফোর্ড, শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়ার মতো ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা কঠিন পরিস্থিতিতে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম।দিল্লির তুলনায় গুজরাতের বোলিংকে একটু এগিয়ে রাখা যেতে পারে। কারণ, পেসার মহম্মদ সিরাজ দুরন্ত ফর্মে।

সন্দীপের শতক, পৌরুষের ৫ উইকেট বিএসটি-কে হারিয়ে জয়ে ফিরলো পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে পোলস্টার ক্লাব। হারিয়েছে ইউনাইটেড বিএসটিকে। এ ডিভিশন লীগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ১৭৮ রানের বড় ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে হারিয়ে পোলস্টার ক্লাব পঞ্চম ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয় হাসিল করে নিয়েছে। সাফল্যের প্রত্যাশা কিছুটা জিইয়ে রয়েছে। তবে চ্যাম্পিয়ন রানার্সের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান এখনও টিকিয়ে রেখেছে। ক্রিকেটের আঙিনায় সেটাও একটি বড় খবর। টিআইটি গ্রাউন্ডে টিসিএ আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেটের ভাইটাল ম্যাচে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে স্বভাবসুলভ ব্যাটিংয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৩৪২ রান সংগ্রহ করে। রান মেশিন সন্দীপ মিত্তাল আজও সাফল্য পেয়েছে। ৭৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দশটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে তার ১০৩ রানের ইনিংস দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করে। এছাড়া, আরও দুইটি অর্ধশতক যেমন দ্বীপায়ন দেববর্মার ৫৯ রান এবং চিরঞ্জীব দেবনাথ এর ৫১ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। দীপায়ন ৭৬ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৯ রান পায়। চিরঞ্জিত ২৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৫১ রান সংগ্রহ করে। ইউনাইটেড বিএসটি-র সায়ন দাস তিনটি এবং সৌরভ দাশ দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি-র ব্যাটার্সরা মূলত পোলস্টারের পৌরুষের ছোবলে প্রত্যাশিত স্কোর সংগ্রহ করতে পারেনি। ৩২.৩ ওভার খেলে ১৬৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পৌরুষ মিশ্র ৬৭ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ৬টি ম্যাচে আজ মূল পর্বের লক্ষ্যে লড়ছে দলগুলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আগামীকালও ৬ সাব ডিভিশনের ছয় মাঠে ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একদিন বিরতির পর, আগামীকাল (সোমবার) পুনরায় রাজ্যের ছটি সাব ডিভিশনে, ছয়টি মাঠে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। বিশালগড়ে কাঞ্চনপুর খেলবে জিরানিয়া মহকুমা দলের বিরুদ্ধে। দু দলের পক্ষেই এটি তৃতীয় ম্যাচ। আগামী কালের ম্যাচে জয়লাভের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে দুই দল।

তেলিয়ামুড়া মাঠে সদর বি এবং আমবাসা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিলোনিয়া মাঠে বিশালগড় খেলবে গন্ডাছড়ার বিরুদ্ধে। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে মোহনপুর এবং সোনামুড়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ধর্মনগরে কৈলাসহর খেলবে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে। এ পর্যন্ত সদর-এ দল মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করলেও বাকি সাতটি দল তার অনেকটাই বাছাইকৃত হবে আগামীকালের ম্যাচের পর। যদিও গ্রুপ এ থেকে খোয়াই এবং সদর বি, গ্রুপ সি থেকে কমলপুর এবং কৈলাশহর, গ্রুপ ডি থেকে শান্তিরবাজার এবং উদয়পুর কোয়ার্টার ফাইনালের লক্ষ্যে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। গ্রুপ বি থেকে দ্বিতীয় কোনদল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে তা আগামীকাল ম্যাচের পর অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পয়েন্ট টেবলে বড় লাফ কেকেআরের

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৫৯ বল বাকি থাকতে জয় তুলে নিয়ে আইপিএলের পয়েন্ট টেবলে বড় লাফ দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শুক্রবারের ম্যাচের আগে কেকেআর ছিল ষষ্ঠ স্থানে। চেন্নাইকে ৮ উইকেটে হারিয়ে অজিঙ্ক রাহানেরা উঠে এলেন তৃতীয় স্থানে।

আইপিএলের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছে গুজরাত টাইটান্স। শুভমন গিলের দল পাঁচটি ম্যাচ খেলে চারটিতে জয় পেয়েছে। পয়েন্ট ৮। তাঁদের নেট রান রেট ১.৪১৩। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। অক্ষর পটেলের দলের চার ম্যাচে চার জয়। পয়েন্ট ৮। দিল্লির নেট রান রেট ১.২৭৮। পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এল কলকাতা। ছ'টি ম্যাচ খেলে তৃতীয় জয় পেলেন রাহানেরা। পয়েন্ট ৬। কেকেআরের নেট রান রেট ০.৮০৩।পয়েন্ট টেবলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পাঁচ ম্যাচে তিনটি হয় আরসিবির। পয়েন্ট ৬। নেট রান রেট ০.৫৩৯। পঞ্চম স্থানে রয়েছে পঞ্জাব কিংস। শ্রেয়স আয়ারের দল চারটি ম্যাচ খেলে তিনটিতে জয় পেয়েছে। পয়েন্ট ৬। নেট রান রেট ০.২৮৯। শুক্রবারের ম্যাচের পর ষষ্ঠ স্থানে থাকল লখনউ সুপার জায়ান্টস। ঋষভ পন্থেরা পাঁচটি ম্যাচ খেলে তিনটিতে জয় পেয়েছেন। পয়েন্ট ৬। লখনউয়ের নেট রান রেট ০.০৭৮। সপ্তম স্থানে রাজস্থান রয়্যালস। সঞ্জু স্যামসনের দল পাঁচটি ম্যাচ খেলে দু'টি জিতেছে। পয়েন্ট ৪। রাজস্থানের নেট রান রেট -০.৭৩৩।

পয়েন্ট তালিকায় শেষ তিনটি জায়গায় রয়েছে যথাক্রমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। অষ্টম স্থানে থাকা মুম্বই পাঁচটি ম্যাচ খেলে একটিতে জয় পেয়েছে। পয়েন্ট ২। নেট রান রেট -০.০১০। নবম স্থানে থাকা চেন্নাই ছ'টি ম্যাচ খেলে একটি জিতেছে। ধোনিদের পয়েন্ট ২। নেট রা

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

চুরির মামলায় অভিযুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ধরতে এসে বিপাকে চেন্নাই পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড় ২০এপ্রিল।। স্বর্ণচুরি মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে চেন্নাই পুলিশ এসে বাধার মুখে পড়ল বিশালগড়ে। বিশালগড় উত্তর বাজার এলাকায় জুয়েলারি দোকান মালিক সত্য রঞ্জন কর্মকারকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বাধা দিলে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, চেন্নাইয়ে একটি স্বর্ণচুরি মামলায় সত্য রঞ্জন কর্মকারের নাম উঠে আসে। সেই সূত্রেই চেন্নাই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে বিশালগড়ে আসে। তবে কোনও রকম আগাম সতর্কতা না দেওয়ার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ও বাসিন্দারা।

ঘটনাস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অবশেষে সত্য রঞ্জন কর্মকারকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে সকল পক্ষ বিশালগড় থানায় উপস্থিত হন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশালগড় থানার পুলিশ পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন।

একই পরিবারের দুই নাবালিকা নিখোঁজ, কুমারঘাটে চাঞ্চল্য

কুমারঘাট, ২০ এপ্রিল: উত্তর কুমারঘাট আম্বেদকর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে একই পরিবারের দুই কিশোরী নিখোঁজ হয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, দুই বোন একই ঘর থেকে একসাথে নিখোঁজ হয়েছে।

নিখোঁজ দুই কিশোরীর নাম দুর্গা শুক্লা দাস (১৭) ও অঞ্জলি শুক্লা দাস। দুর্গা স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী এবং অঞ্জলি অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। দুই মেয়ের বাবা প্রসেনজিৎ শুক্ল দাস ও মা সুনতি শুক্লা দাস কুমারঘাট থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁরা কাঁদো কাঁদো মুখে জানান, তাঁদের দুই মেয়ের সন্ধান পেলে যেন প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। নিখোঁজের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে কুমারঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর চালানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

পরিবারের সদস্যরা আশঙ্কা করছেন, মেয়েরা কোনওভাবে বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকতে পারে। প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছেও মেয়েদের সন্ধান পেলে থানায় বা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

আগরতলা রেলস্টেশন থেকে আটক ৩ বাংলাদেশি নাগরিক

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: গোপন খবরের ভিত্তিতে যৌথ অভিযানে আগরতলা রেলস্টেশন এলাকা থেকে শনিবার বিকেলে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলা ও দুই যুবক। অভিযোগ, তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে এবং বহিরাজ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলা রেলস্টেশনে উপস্থিত হয়।

এদিন, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় আগরতলা জিআরপি, আরপিএফ, বিএসএফ এবং গোয়েন্দা বিভাগের যৌথ দল। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, মহিলা অভিযুক্ত কামরুন নেসা কলকাতা হয়ে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন এবং অপর দুই যুবক মোঃ ইসমাইল হোসেন ও মোহাম্মদ নুর হোসেন কলকাতা হয়ে চেন্নাই যাওয়ার ছক কষেছিল।

জিআরপি থানার পুলিশ টিম তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত থাকতে পারে এবং পরবর্তীতে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা মনে করছেন, ধৃতদের থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে।

এ বিষয়ে আগরতলা জিআরপি থানায় একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ধৃতদের আজ আদালতে পেশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে।

২০ মে দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে বিশালগড়ে সিপিএমের গণকনভেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০এপ্রিল।। দেশব্যাপী বেসরকারিকরণ, নতুন পেনশন স্কিম বাতিল, ন্যূনতম মজুরি সহ মোট ১৭ দফা দাবিতে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ২০ মে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।

এই ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বানে রবিবার বিশালগড় সিপিআইএম মহকুমা অফিসে অনুষ্ঠিত হয় একটি গণকনভেনশন।

উক্ত গণকনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ'র রাজ্য নেত্রী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, সিপিআইএম-এর প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নেতারা তাদের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণ নীতি, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ ও নতুন পেনশন প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এদিনের গণকনভেনশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ধর্মঘট সফল করতে একযোগে প্রচার ও সংগঠনের কাজ জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বক্তারা বলেন, দেশজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০ মে-র ধর্মঘটকে সফল করে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়।

"এক দেশ, এক নির্বাচন" বিষয়ে বিলোনিয়ায় বিজেপির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ এপ্রিল: "এক দেশ এক নির্বাচন" এই লক্ষ্যে জনমত গঠন করতে এবং জনগণকে সচেতন করতে কার্যক্রম শুরু করেছে বিজেপি দল। আজ বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে বিলোনিয়া দক্ষিণ জেলা কার্যালয়ে এক দেশ এক ভোট নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং,মাইলাফ্রু মগ, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সহ জেলার বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধিগন।

আলোচনা করতে গিয়ে বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য্য বলেন, বিজেপি দল গঠনের পর থেকেই একটাই লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন, দেশের কল্যাণ। তাই লক্ষ্য রয়েছে এক দেশ এক ভোট করানোর। তিনি বলেন যদি এক দেশ এক ভোট হয় তাহলে দেশের অর্থনীতি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তেমনি কাজকর্মের ও সময় নষ্ট হয় না এবং উন্নয়নমূলক কাজেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে এবং দেশে ভোট করাতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে অর্থের ক্ষতি হয় পাশাপাশি অনেক সময় নষ্ট হয় অফিস আদালতে কাজ হয় না, উন্নয়নও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাই বিজেপি দল চাইছে দেশে একসাথে লোকসভা এবং বিধানসভার ভোট যাতে করা যায় এবং তার ১০০ দিন পর বিভিন্ন স্থানীয় কমিটি অর্থাৎ লোকাল বডি নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হবে। তাহলে দেখা যায় পাঁচ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ মাস নির্বাচনে ব্যয় হয় এবং বাকি সাড়ে চার বছর স্বাভাবিক কাজকর্ম হয় এবং উন্নয়নমূলক কাজ হয়। তাই বিজেপির লক্ষ্য এক দেশ এক ভোট করানোর।

যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২০ এপ্রিল: বিশ্রামগঞ্জ পদ্মনগর সড়কের যান দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার বিকেলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম কৃষ্ণ দেববর্মা, বাবার নাম রবীন্দ্র দেববর্মা, তার বাড়ি চড়িলাম রামনগর এলাকায়।

জানা যায়, টিআর০৭-জি-৬৩৪৩ নম্বরের বাইক নিয়ে চালক কৃষ্ণ দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ বাজারের উদ্দেশ্যে আসার পথে পদ্মনগর আগরতলা সোনামুড়া সড়কে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টিআর০১ - এজে -১৭২২ নম্বরের একটি অটো গাড়ির পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্বজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে যানচালক কৃষ্ণ দেববর্মা।

দুর্ঘটনায় কৃষ্ণ দেববর্মার মাথা মুখ, ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়। দ্রুত তাকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক। জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যু হয় বাইক চালক কৃষ্ণ দেববর্মার। বর্তমানে আগরতলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলায় স্বর্ণ কমল জুয়েলার্সের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রাজ্য সরকার প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় বহন করে। ঐক্যবদ্ধতার পথ দেখায়। আজ পুরাতন আগরতলাস্থিত পশ্চিম নোয়াবাদি সেন পাড়ায় বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট এবং নববর্ষ উৎসব ১৪৩২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে নিজের সত্ত্বাকে খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে মোবাইল সংস্কৃতির যুগে নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিচয় ধরে রাখতে হলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করা প্রয়োজন। ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতির এক মিশ্র সংস্কৃতির চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর। রাজ্য সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বলেন, এরকম অনুষ্ঠান আগামী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয়।

অনুষ্ঠানে বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য্য স্বাগত ভাষণে বলেন, ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার অনুপ্রেরণায় এই উৎসবের সূচনা হয়। আজ এই উৎসবের ৭২তম সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট।

এই সংস্কৃতি হাটের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস জারি থাকবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শানিত দেবরায়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে, বাংলা সংস্কৃতি বলয় আগরতলা সংসদের সভাপতি নির্মল কুমার দেব প্রমুখ।

বিশালগড়ে সম্পন্ন হল ওয়াকফ বিরোধী সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ এপ্রিল: আশানুরূপ উপস্থিতি ছাড়াই বিশালগড়ে সম্পন্ন হল ওয়াকফ বিরোধী সমাবেশ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়াকফ বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড়ের রেল স্টেশন সংলগ্ন খোলা ময়দানে।

তবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে যত সংখ্যক লোক সমাগমের অনুমান করা হয়েছিল তার থেকে অনেকাংশে কম সংখ্যক লোক এই বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া অরাজনৈতিক এই বিক্ষোভ সমাবেশের মঞ্চে সিপিএম এবং কংগ্রেসের একাধিক বিরোধী নেতাদের উপস্থিতিতে অনেকেই এই বিক্ষোভ সমাবেশের অরাজনৈতিকতার উপরও প্রশ্ন তোলা শুরু করেছে। তবে তিন চার হাজার সংখ্যালঘু মানুষের জমায়েতে শান্তিপূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এই বিক্ষোভ সমাবেশ।

কৈলাশহর ও সোনামুড়ায় ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলনে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার পর রবিবার বিশালগড়ে ওয়াকফ বিরোধী এই আন্দোলনে সুরক্ষার বিষয়ে অনেকটাই প্রস্তুত থাকতে দেখা গেছে বিশালগড় মহকুমা পুলিশকে। সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, এডিশনাল এসপি রাজীব সূত্রধর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত এবং বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেনের নেতৃত্বে বিশাল সংখ্যক পুলিশ, টিএসআর ও আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল বিক্ষোভস্থলে। আন্দোলন কারীরাও সুশৃংখল ভাবে সমাবেশে অংশগ্রহণ করে এবং পুলিশকে যথার্থ সহযোগিতা করেছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের দু-তিনটি বিষয়ের বিরুদ্ধেই অধিকাংশ বক্তাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল। ওয়াকফ কমিটিতে অমুসলিমদের অনুপ্রবেশ এবং ওয়াক-ফর-ইউজার ধরার বিলুপ্তি। বক্তাদের বক্তব্যে এই আইনের মধ্য দিয়ে ওয়াকফের অধিকাংশ জমিতে সরকারি দখলের অনুমান সামনে আসে। তবে জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক অরাজনৈতিকভাবে আয়োজিত এই বিক্ষোভ সমাবেশের মঞ্চে অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বদের উপস্থিতি কোথাও না কোথাও এই বিক্ষোভ সমাবেশের অরাজনৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রধান বক্তা রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক মানবাধিকার কর্মী পুরুষোত্তম রায় বর্মন ছাড়াও উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিশালগড়ের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক ভানু লাল সাহা, সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা সম্পাদক পার্থপ্রতিম মজুমদার, যুব কংগ্রেসের দুই রাজ্য নেতৃত্ব শাহজাহান মিয়া এবং আমির হোসেন, তিপ্রামথা মাইনরিটি সেল চেয়ারম্যান শাহআলম মিয়া এবং ব্লক সভাপতি বুদ্ধ দেববর্মা। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেকেই এই আইনকে কালো আইন আখ্যায়িত করে এই আইন প্রত্যাহারের দাবি করেন।

গভর্নমেন্ট মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি এম্পো প্লেয়ারস এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিকী সম্মেলন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: গভর্নমেন্ট মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি এম্পো প্লেয়ারস এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিকী সম্মেলন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় আগরতলার কেএলএস অডিটোরিয়ামে।

এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন মজুমদার, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সৌভিক দেববর্মা, এসোসিয়েশনের সভাপতি বাপি সরকার, এসোসিয়েশনেরসাধারণ সম্পাদক উৎপল চাকমা।

এদিন রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের সংকট দূর করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহব্বনে সারা দিয়ে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন সহ অনেকেই রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। এটি খুবই ইতিবাচক দিক বলে তিনি উল্লেখ করেন। মানুষের জীবন রক্ষায় রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রয়াত স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ মহারাজ ও পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মরণসভা উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: প্রয়াত স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ মহারাজ ও পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মরণসভা উপলক্ষে রানিরখামার শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে রবিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রানীরখামারস্থিত শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে প্রয়াত স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ মহারাজ ও পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার সূচনা হয়। ৩৫ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন।

দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজ হাতে জাল বুনে জীবনজীবিকা অর্জন করছেন চাকমাঘাটের বাসিন্দা নারায়ন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ এপ্রিল।। দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জাল বুনে জীবনজীবিকা অর্জন করছেন চাকমাঘাট এলাকার বাসিন্দা নারায়ন দাস। শিল্পের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা তাঁর। বয়স্ক ব্যক্তির ৫০ বছরের মাছ ধরার জাল বুননের যাত্রা তার এই গুণাবলীর প্রমাণ বলা চলে।

মাছ ধরার জাল বুননে তার দক্ষতার জন্য , ধৈর্য্য এবং ব্যবহৃত উপকরণগুলির বোধগম্যতার প্রতি প্রচুর মনোযোগ প্রয়োজন। তার কাজ সম্ভবত স্থানীয় জেলেদের সহায়তা করে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে।এই শিল্পের প্রতি তার কয়েক দশক ধরে নিষ্ঠা হয়তো ঐতিহ্যবাহী কৌশলগুলি তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।তার মতো ব্যক্তিদের কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতি এবং প্রশংসা করা অসাধারণ। কথা হচ্ছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট মহারানীপুর এলাকার প্রৌঢ় নারায়ন দাসের সম্পর্কে। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে হাতে তৈরী করে আসছেন মাছ ধরার জাল। আমরা বাজার থেকে যে সুস্বাদু মাছ ক্রয় করে নিয়ে আসি তা আসলে জেলেরা নদী, খাল, বিল, ইত্যাদি থেকে যে জাল দিয়ে ধরে এনে বাজারে বিক্রি করে।সেই জাল (কনি জাল) আসলে কিভাবে তৈরী করা হয় তা জানেন কয়জনে ? এই প্রশ্নের উত্তর মিলল তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট মহারানীপুর এলাকায়।

এলাকার নারায়ন দাসকে আপন মনে সেই জাল তৈরী করতে দেখা গেল। আগেকার সময়ে গ্রামবাংলার এই দৃশ্য দেখা যেত।

এখন সময়ে খুব কমই দেখা মেলে এই ধরনের শিল্প নিয়ে কাজ করতে। আলাপ চারিতায় তিনি জানান প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নিজ হাতেই জাল তৈরী করে আসছেন। যদিও সরকারি ভাবে এই শিল্পের জন্য কোন সহযোগিতা তিনি পান নি। তথাপি শিল্পকে ধরে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পের সাথে পরিচিত করে রাখার ইচ্ছায় আজও জাল বুনার কাজ করে চলেছেন। জীবনের প্রায় তিন কাল শেষে তিনি চাইছেন সরকারি কোন সাহায্য সহযোগিতা। এই জাল বুনার শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন বলেও তিনি বলেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক সংগ্রামী অগ্রদূত দীপক চৌধুরীর প্রয়াণ, শোক সিপিআইএম - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২০ এপ্রিল: দীর্ঘদিন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শেষে গত ১৩ এপ্রিল আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালে প্রয়াত হন দীপক চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। আজ, ২০শে এপ্রিল সাব্রুমের পুরাতন টাউন হলে আয়োজিত হয় স্মরণসভা। সিপিআইএম-এর নেতাকর্মী, সহযোদ্ধা, শুভানুধ্যায়ী ও সাধারণ মানুষ মিলিত হন এই কর্মীবীরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

দীপক চৌধুরী ছিলেন এক সংগ্রামী চেতনায় দীপ্ত বামপন্থী কর্মী। ১৯৭০ সালে সিপিএম-এর সদস্যপদ লাভ করে তিনি শুরু করেন রাজনৈতিক যাত্রা। নিজের সমস্ত আরাম-আয়েশ, পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতাকে উপেক্ষা করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন সাধারণ মানুষের স্বার্থেগণআন্দোলনে, শ্রমিকের অধিকারের লড়াইয়ে, দলীয় দায়িত্বে।২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পরান্ত সাতচাঁদ ব্লক চেয়ারম্যান হিসেবে প্রশাসনিক ভূমিকায় যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনই ২০০৯ থেকে ২০২২ পরান্ত সাব্রুম মহকুমা কমিটির সম্পাদক হিসেবে দলের সাংগঠনিক শক্তিকে শক্তপোক্ত ভিত্তি দিয়েছেন।আজকের স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সিপিআইএম সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য, বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, মহকুমা সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, জেলা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মিহির পাঠারিসহ অগণিত কমরেড ও সাধারণ মানুষ।

পারিবারিকভাবে দীপক চৌধুরীর স্ত্রী মিনা পাল ও ভাই নন্দ দুলাল চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণায় অংশগ্রহণ করেন। জিতেন্দ্র চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "কমরেড দীপক চৌধুরী ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম আমাদের জন্য এক অমূল্য দৃষ্টান্ত। আজকের দিনে আমাদের অঙ্গীকার এই লড়াই, এই স্বপ্ন, এই শপথ আমরা বহন করব, ছড়িয়ে দেব সমাজের প্রতিটি কোণে।"

এই সভা শুধুমাত্র এক নেতার স্মরণ নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে এক চেতনার পুনরুজ্জীবন, এক সমাজবদলের শপথ। দীপক চৌধুরীর মতো কর্মীদের উত্তরাধিকার ধরে রেখেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারে আজ অটুট সিপিআইএম ও তার সহযোদ্ধারা।এই স্মরণসভা হয়ে থাকুক ভবিষ্যতের আন্দোলনের রণদাগশোষণমুক্ত সমাজ গঠনের এক অমোঘ সংকল্প।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শুভ অক্ষয় তৃতীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০এপ্রিল।। ২২ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে উদযাপিত হচ্ছে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফার।

পৌরাণিক মতে অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিকে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই দিনটি পালিত হয়। শাস্ত্র মতে, অক্ষয় তৃতীয়া সুখ প্রদানকারী এবং পাপনাশকারী তিথি। এটি অফুরন্ত সুখ ও সমৃদ্ধির তৃতীয় দিন। মহাভারত অনুসারে, এই দিনে যখন পাণ্ডবরা বনবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাতে অক্ষয় পাত্র তুলে দিয়েছিলেন। এই অক্ষয় পাত্র কখনও খালি হত না। তা সবসময়ই খাবারে পবিপূর্ণ হয়ে যেত। কিংবদন্তি অনুসারে, এই দিনেই মুনি বেদব্যাস গণেশকে মহাভারত বলতে শুরু করেন আর সেই শুনে গণেশ মহাভারত মহাকাব্য লিখতে শুরু করেন। শোনা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই রাজা ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা মর্তে নেমে এসেছিলেন। আবার এই দিনেই মা অন্নপূর্ণারও জন্ম হয়। এমনকী অক্ষয় তৃতীয়ায় কুবেরের লক্ষ্মীলাভ হওয়ায় এদিন বৈভব ও লক্ষ্মীর পুজো করা হয়। এই সবকিছুই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই অনুযায়ী এই দিনটি অত্যন্ত শুভ। অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবী লক্ষ্মীর পুজোরও বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। তাই এই দিনে সোনা, রূপা বা কোনও মূল্যবান গয়না কেনাও শুভ বলেই ধরা হয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন হচ্ছে। এই সময় সমস্ত গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ অফার, সঙ্গে সোনা ও হিরের নতুনত্ব ও অভিনব সম্ভার থেকে নিজেদের পছন্দসই গয়না কিনে এই উৎসব উদযাপনের সুযোগ।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে যেসকল অফার রয়েছে:

প্রতি কেনাকেটার সঙ্গে নিশ্চিত উপহার

সোনার গয়নায় প্রতি গ্রামে ৪১০ ছাড়।

হিরের গয়নার মজুরিতে ১০০ ছাড়।

এছাড়া মেগা ড্রতে ৩টি স্কুটি।

সব মিলিয়ে অক্ষয় তৃতীয়ায় গ্রাহকদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় উপহারের ডালি সাজিয়ে রাখছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। এছাড়া সোনায় সোহাগা (সোনা ও হিরের গয়না কেনাকাটার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট স্কিম) ও পুরোনো সোনার গয়না দিয়ে নতুন গয়না

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas